স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

হিন্দু সংহতি

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 5, Issue No. 8, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, June 2016

"কলেমা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষ মুসলমান হয়ে যায়, মুছে যায় তার বর্ণ-গোত্র-জাতি- পরস্পরা; তার ভূগোল, তার ইতিহাস, তার সংস্কৃতি। সে হয়ে যায় মুসলমান, আরব জাতীয়তাবাদের শরীক। তখন কাবার ঈশ্বর আল্লাহ তার পরমেশ্বর, মক্কা তার তীর্থক্ষেত্র, আরবের কোরেশ জাতির খলিফা তার খলিফা, আরবীতে লেখা কোরান তার ধর্মগ্রন্থ, হজরত মুহাম্মদ তার আল্লাহর রসুল বা দূত। তার একমাত্র অনুকরণীয় চরিত্র হজরত মুহাম্মদ।"

—রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়।

("স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ" পুস্তক হইতে)

সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকায় মসজিদ তৈরির চক্রান্ত

সামান্য দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রতিবাদে, প্রতিরোধে উত্তাল চন্দ্রকোণা রোড

গত রবিবার ২৯শে মে সকাল ন'টা নাগাদ একটি সামান্য দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড এলাকায়। সূত্রের খবর অনুযায়ী এক টোটোরিক্সা গাড়ি সাইড করতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। আগে থেকেই অটো চালক ও টোটো চালকদের মধ্যে স্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিরোধ ছিল। ফলে টোটো চালক ইমতিয়াজ আলির সঙ্গে অটোচালক অসিত দাস বচসায় জড়িয়ে পড়ে। ইমতিয়াজ গালাগালি করাতে উভয়ের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। মার খেয়ে ইমতিয়াজ আলি নিজের গ্রাম নব কলার থেকে লোকজনদের ডেকে নিয়ে আসে। জনা পঞ্চাশের মুসলমানের একটি দল চন্দ্রকোনা রোডের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে ওই অটো চালককে প্রচন্ড মারধোর করে। ছেলেটির জখম বেশ গুরুতর। ঘটনার প্রতিবাদে স্ট্যান্ডের হিন্দু গাড়িচালকরা একজোট হয়ে রাস্তা অবরোধ করে। তারা আক্রমণকারীদের শাস্তির দাবী করে। এই সময়ে চন্দ্রকোনার মুসলিমরা কেশপুর, গড়বেতা, বাগাড়ী থেকে বহিরাগত মুসলিম এনে এলাকায় হামলা চালায়। চন্দ্রকোনা রোড বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে তারা লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ। লুটপাটের পর তারা দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকটি গাড়িও মুসলিমরা ভাঙচুর করে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করলে তারাও আক্রমণকারীদের শিকার হয়। গড়বেতা থানার ওসির মাথা ফাটে। পুলিশ এসেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় ক্ষিপ্ত হিন্দুরা প্রতিরোধে নামে। মুহূর্তে এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। হিন্দুদের পাল্টা মারে বেশ কয়েকজন মুসলিম জখম হয়েছে। তাদেরও বেশ কয়েকটি গাড়ি, দোকানপাটে ভাঙচুর চালায় হিন্দুরা। হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে পিছু হটার সময় মুসলিম আক্রমণকারীরা পুলিশের একটি জীপে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে এলাকায় বিশাল র‍্যাফ প্রেরণ করে প্রশাসন। এসপি ভারতী ঘোষ নিজে এলাকা পরিদর্শনে আসেন। একই সঙ্গে প্রচুর পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন থেকে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকাব্যাপী একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

অনকেরেই ধারণা ১৪৪ ধারা উঠে গেলে, পুলিশ-র‍্যাফ সরে গেলে এলাকায় আবার সংঘর্ষ বাধতে পারে। এর পিছনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহুদিনকার এক দূরভিসন্ধি কাজ করছে। তারা চন্দ্রকোনা রোডের উপর দীর্ঘদিন ধরে এক বেআইনি

শেষাংশ ৫ পাতায়

অসংখ্য বাড়িতে ভাঙচুর লুটপাট অগ্নিসংযোগ

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আড়ালে হিন্দুর উপর আক্রমণ

নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সন্ত্রাস কোন নতুন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে বেশকিছু সংখ্যালঘু অঞ্চলের মানুষরা হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মারধোর করা থেকে লুটপাটের মতো ঘটনাও ঘটেছে। উল্লেখ্য, যে সব অঞ্চলে সংখ্যালঘু প্রার্থী জয়লাভ করেছে, সেখানেই হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে বেশি।

গত ২০ মে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের টিএমসি-র জয়ী প্রার্থী শওকত মোল্লার লোকজন মঠেরদিঘি অঞ্চলের ভাসার মোড়-এ ৩৫টি হিন্দু বাড়ি আক্রমণ চালিয়ে লুটপাঠ করে। হিন্দুদের মারধোরের অভিযোগও ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত এই শওকত মোল্লা গত ৩৫ বছর ধরে সিপিএম-এর গুন্ডা বলে এলাকায় পরিচিত। বর্তমানে রং বদলে যে টিএমসিতে ঢুকেছে এবং বিধানসভায় জয়লাভ করে বিধায়ক হয়েছে। সিপিএম এর আমলে যেমন সে এলাকায় হিন্দু বিরোধী কাজকর্ম করেছে তেমনি বর্তমান দলে এসে তার মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। অঞ্চলের হিন্দুরা একই রকমভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে।

আট নম্বর কুমড়োখালি। গত ২১ শে মে হিন্দুদের তিনটে বাড়ি ভাঙচুর করলো মুসলিমরা। এলাকায় ব্যাপক তান্ডব চালায়। গুলি চালনার মতো ঘটনা ঘটে। তাদের ছোঁড়া গুলিতে করুণা সরদার, প্রশান্ত রায়, সুনীল রায় ও তপন রায় গুরুতর আহত হয়। ফোঁড়ে রায় নামক এক ব্যক্তিকে মেরে হাত ভেঙে দেয়। এলাকার গুন্ডা বলে পরিচিত রমজান মোল্লার নেতৃত্বে এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

২২ তারিখ আবার জীবনতলা থানার গোপাল মোড়ে হামলা চালানো হয়। মঙ্গল মন্ডলের বাড়ি ভাঙচুর করে লুটপাট চালায়। মঙ্গলকে প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। ওই একই সময়ে হেদিয়া অঞ্চলে শওকত মোল্লার গুন্ডারা পাঁচটি হিন্দু বাড়ি ও দুটি দোকানে ভাঙচুর চালায়। একটি বাড়ির মালিক এলাকায় টি এমসি কর্মী বলে পরিচিত। অথচ এলাকায় বিরোধী দলের মুসলিম নেতা-কর্মীদের কোন ক্ষয়ক্ষতি বা মারধোরের ঘটনা ঘটেনি। এ থেকেই স্পষ্ট রাজনীতির আড়ালে হিন্দু আক্রমণই এদের লক্ষ্য।

শেষাংশ ২ পাতায়

দেশদ্রোহীদের স্থান এই বাংলায় নয়

হিন্দু সংহতি-র ধিক্কার উমর খালিদকে

২২-শে মে কলকাতায় এসেছিলেন জেএনইউ-র বিতর্কিত ছাত্র নেতা উমর খালিদ। কিছুদিন আগে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আফজল গুরু ও পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে জেএনইউ-র কানাইয়া, উমর খালিদ ও অনির্বানের মতো ছাত্র নেতারা সমস্ত জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর বিরাগভাজন হন। তাদের চূড়ান্ত শাস্তির দাবীও তোলে কেউ কেউ। সেই বিতর্কিত ছাত্র নেতাদের অন্যতম উমর খালিদকে কলকাতায় নিয়ে এসে ভারতসভা হলে মিটিং-এর আয়োজন করে বস্তার সলিডারিটি নেটওয়ার্কের কলকাতা চেপটারের নকশালপন্থী সংগঠন। খবর পাওয়া মাত্র পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো এই সভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেয়।

হিন্দু সংহতির প্রধান তপন ঘোষ ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রতিবাদ করেন। উমর খালিদের মতো একজন দেশদ্রোহীকে বাংলা মানুষ কিছুতেই মেনে নেবেন না বলে তিনি জানান।

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

হিন্দু রক্ষায় সাধারণ হিন্দুকেই এগিয়ে আসতে হবে

একটা সহজ কথা সহজভাবে বলা দরকার। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আগ্রাসী মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের মাটির দখল বামফ্রন্ট আমলেই নিয়ে নিয়েছে। আর মমতা ব্যানার্জীর টিএমসি আমলে তারা মঞ্চের দখল নিয়েছে। বাম আমলে মঞ্চের দখল মুসলমানরা নিতে পারেনি, এ জন্য সাধুবাদ অবশ্যই সিপিএমের প্রাপ্য। কিন্তু এটাও ঠিক যে ওরা মঞ্চের দখল না নিতে পারার ফলে সাধারণ হিন্দু জানতে ও বুঝতে পারেনি যে মুসলিম প্রভাব ও আধিপত্য কতটা বেড়েছে! তার নিজের এলাকার মাটি দখল হয়ে গেছে তা দেখেছে। কিন্তু মনে করেছে যে বোধহয় শুধু তারই এলাকায় এরকম হয়েছে। অন্য এলাকায় পরিস্থিতি বোধ হয় অন্যরকম। অন্য এলাকায়ও যে একই রকম পরিস্থিতি হয়েছে তা জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। এখন মঞ্চের দখল ওদের হাতে দেখে চোখ কচলে ভাবছে- এ কি হল?

এবারের নতুন বিধানসভায় মোট ৫৯ জন মুসলিম বিধায়ক, তার মধ্যে শুধু টিএমসির-ই ৩২ জন, মমতার মন্ত্রীসভায় কুখ্যাত জমায়েতে ইসলামী নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী মন্ত্রী, এসব দেখে যারা হায় হায় করছেন, আমরা তাদের মত হায় হায় করতে পারছি না। আমাদের একথা শুনে অনেকে ক্ষিপ্ত হবেন জেনেও এই সত্যি কথাটা বলা দরকার। আমরা হায় হায় করতে পারছি না, কারণ অনেক আগেই আমাদের হায় হায় করা হয়ে গেছে। হয়ে ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা, সন্তানের মৃত্যুর পর মায়ের চোখের জলও তো একসময় শুকায়! তারপর মা অন্য কাজে হাত দেন। সন্তান ছাড়াও সংসার কেমনভাবে চলবে সেই কাজে। আমাদেরও তেমনি হায় হায়-এর স্টক অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। সন্তানহারা মায়ের মত আমরাও তার পরের কাজে লেগেছি। হায় হায় করার সময় আমাদের নেই। এখন এই মুসলিম আধিপত্যাধীন বাংলায় হিন্দুর সুরক্ষার ব্যবস্থা কী করে করা যায়, সেই কাজে আমরা লেগে আছি।

আমাদের এই কাজ কোনো একটি 'হিন্দু ব্র্যান্ডেড' রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করছে না বলে অনেকে আমাদের উপর ক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা নিরুপায়। হিন্দু রক্ষার কাজ আমাদেরকে করতেই হবে। সেটাই আমাদের 'মিশন', আমাদের লক্ষ্য। কোন রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করা বা শ্রীবৃদ্ধি করা আমাদের 'মিশন' নয়। কোন একটি দলের ৫-৭ পার্সেন্ট ভোট বাড়িয়ে বা ১০-১৫ টা সীট বাড়িয়ে এই বাংলায় হিন্দু রক্ষা করা যাবে বলে আমরা মনে করি না। তাই যা করলে হিন্দুর সুরক্ষা বাড়বে, সেই কাজে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছি। হিন্দুর নিজের সুরক্ষা করার ক্ষমতা কী করলে বাড়বে, প্রতিরোধ ক্ষমতা কী করে বাড়বে- সেই পথ খোঁজাই আমাদের একমাত্র এজেন্ডা। এর জন্য শক্তি চর্চাও করতে হবে। সঠিক রণকৌশলও নিতে হবে। কোন একটি দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দিয়ে এ রাজ্যে হিন্দুকে বাঁচানো যাবে না। আমরা জানি যে আমাদের এই এজেন্ডা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হবে, বিভিন্ন ভাবে interpreted হবে। কিন্তু এ কাজ আমাদেরকে করে যেতেই হবে। কারণ এর কোনো বিকল্প নেই। এর কোনো শর্টকাট নেই। সরকার যদি মুসলিম তোষণকারী নাও হয়, তবু প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ির সামনে পুলিশ বসিয়ে রেখে হিন্দুকে রক্ষা করা যাবে বলে আমরা মনে করি না। হিন্দুর নিজের রক্ষার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। সেই কাজই হিন্দু সংহতি করছে। রাজ্যের সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, সরকার নিরপেক্ষ হবে, সরকার আইনের শাসন লাগু করবে। এবং ভোটব্যাঙ্কের লোভে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতিস্বীকার করবে না। মমতা ব্যানার্জীকে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়াও আমাদের কর্তব্য, তিনি যে বিপুল ভোটে জিতেছেন, তাতে হিন্দুর ভোট বেশি, মুসলিম ভোট কম। তাঁকে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়াও আমাদের দায়িত্ব যে মুসলিম প্রধান মালদা জেলায় তাঁর দল একটিও সীট পায়নি। এবং আর একটি মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায় ২২-টির মধ্যে মাত্র ৪-টি সীট পেয়েছে। সুতরাং, শুধু মুসলমানের ভোটে তিনি জেতেননি। অল্প মুসলিম ভোট ও বেশি হিন্দুর ভোটে তিনি জিতেছেন। তবু, হিন্দুরা তাঁর দয়া চায় না। তাঁর কাছে থেকে প্রশাসনে নিরপেক্ষতা চায়। বাকী কাজ হিন্দুদেরকে নিজেদেরকেই করতে হবে।

ফের বোমা বিস্ফোরণ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে

আবার মুর্শিদাবাদে বোমা বিস্ফোরণ। এবার খড়গ্রামে। গত ১৩ই মে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়ের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। শুক্রবার সকালে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কান্দির পারুলিয়া গ্রামে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাড়ির মালিক হালিম শেখ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ খড়গ্রাম থানার পারুলিয়ার বাসিন্দা হালিম শেখের শৌচালয় থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান প্রতিবেশীরা। বিস্ফোরণ থেকে অনুমান সেখানে শক্তিশালী বোমা মজুত ছিল। কী কারণে ওই বোমাগুলি মজুত রাখা হয়েছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বোমা মজুত রাখার কারণ কি তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

১ম পাতার শেষাংশ

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আড়ালে হিন্দুর উপর আক্রমণ

২৩ শে মে ফকিরতাকিয়ায় নির্মল হালদার, পরিমল হালদারের ধান-চাল-সারের দোকানে ভাঙচুর চালান হয়। ভেড়ির মাছ নষ্ট করে, গাছ কেটে তাদের বিপুল ক্ষতি করে। অন্য পার্টি করার অপরাধে আটজনের দোকান বন্ধ করে দেয়। এরা হলেন তুষার ঘোষ, প্রফুল্ল স্বর্ণকার, গোপাল স্বর্ণকার, সন্তোষ মন্ডল, সূর্যদেব গুপ্তা, কার্তিক ঘোষ ও রবীন গয়েন। এলাকায় দাপুটে নেতা সাজাহান গাজী ও তার দলবল এই কাজ করে। দুই দিন দোকান বন্ধ থাকার পর পুলিশি হস্তক্ষেপ তারা দোকান খুলতে পারে। ২৫ তারিখ ক্যানিং থানার দেবিসাবাদ গ্রামে প্রশান্ত নামক এক ব্যক্তিকে মেরে প্রায় অর্ধমৃত করে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে যায়। হিন্দু সংহতির কর্মীরা ২ কিলোমিটার দূর থেকে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু সে এতটাই ভীত হয়ে পড়েছে যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে চায়না। তার বক্তব্য, থানায় জানালে ওরা আমার পরিবারের লোকজনকে মেরে ফেলবে।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ তীব্র ভাষায় সংখ্যালঘুদের এই আক্রমণের বিরোধীতা করেছেন। তিনি বলেন, ভোট রাজনীতি নয়, মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোয় হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দিতেই এই আক্রমণ। সিপিএম-এর সংখ্যালঘু গুন্ডারা ভোল বদলে টিএমসি হয়ে আগের মতোই অত্যাচার চালাচ্ছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে এই সন্ত্রাস বন্ধের আবেদন জানান।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

ইলামবাজারের পর ময়ূরেশ্বরের রামনগর

জেহাদী তান্ডবে আতঙ্কিত বীরভূমের সাধারণ হিন্দু

আবার বীরভূম জেলায় জেহাদী তান্ডবের শিকার হল সাধারণ হিন্দু। ইসলামের সমর্থকেরা ভেঙে দিল নবনির্মিত বজবঙ্গবলীর মন্দির। কিছুদিন আগেই ইলামবাজারের জেহাদী আক্রমণের বীভৎসরূপ দেখেছিল বীরভূমবাসী। এবার ঐ জেলার ময়ূরেশ্বর থানার উলকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগরে মুসলিমরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বজবঙ্গবলীর মন্দির ভেঙে বজবঙ্গজীর মূর্তি মাটিতে ফেলে দিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে গত ১২-ই মে ময়ূরেশ্বরে রামনগর গ্রামে হিন্দুদের উপর হঠাৎ হামলা চালায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। কারণ গত শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে রামনগর বাজারে হিন্দুরা একটি বজরঙ্গবলীর মন্দির নির্মাণ করে। এই মন্দির নিয়ে মুসলমানরা আপত্তি জানায়। ফলে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু গত ১২ তারিখ রামনগরের স্থানীয় উলকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তৃণমূল প্রধান আলিম মল্লিকের নের্তৃত্বে প্রায় ২০০ জন মুসলিম যুবক রামনগর বাজারে জড় হয়। কোন রকম প্ররোচনা ছাড়াই মুসলিমরা হিন্দুদের আক্রমণ করে। তাদের মারধোর, দোকানঘর ভাঙচুর চালায়। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সময় মুসলমানরা হনুমান মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দির ভাঙচুর করে মূর্তি বাইরে ফেলে দেয়। মুসলিমদের এই তান্ডবের পিছনে ময়ূরেশ্বর থানার ওসি আব্দুর রব খানের নীরব সমর্থন আছে বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের আরও মারাত্মক অভিযোগ স্বয়ং নিজেই না কি স্বশরীরে এই ধ্বংসাত্মক কাজের তত্ত্বাবধান করে ওসি। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের কেউই গ্রেফতার হয়নি। এমনকি প্রথম সারির কোন মিডিয়াই বিষয়টিকে কভারেজ করতে আসেনি। প্রশাসনও এতবড় অন্যায়ের পরও নীরব রয়েছে।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্থানীয় শাখার পক্ষ থেকে ১৪-ই মে বীরভূম বন্ধ ডাকা হয়। এই ঘোষণার পর থেকেই বন্ধ বানচাল করতে প্রশাসন উঠে পড়ে লাগে। বন্ধকারীরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে অবরোধ করলে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চার্জ করে বন্ধকারীদের হটিয়ে দেয়। যে পুলিশ বজবঙ্গবলীর মন্দির ভাঙার সময় নিষ্ক্রিয় ছিল, তারাই হঠাৎ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দুবরাজপুরে পুলিশের মারমুখী চেহারাটা ছিল ভয়ংকর। সাধারণ বন্ধকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চালানোর পাশাপাশি আট-দশ রাউন্ড শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। বেশ কয়েকজন বন্ধ সমর্থককে গ্রেফতারও করা হয়। স্বয়ং বীরভূমের এস.পি বন্ধ অসফল করতে রাস্তায় নেমে পড়েন। তবে সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকায় বেশ কিছু জায়গায় বন্ধ পালিত হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দুবরাজপুরবাসী জানান, 'যারা অন্যায় করলো তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমাদের প্রাশাসনের কাছে মার খেতে হচ্ছে, গ্রেফতার হতে হচ্ছে। আমরা কি সত্যি ভারতে বাস করি? না কি পশ্চিমবঙ্গটা পাকিস্তানের অংশ হয়ে গেছে।

মালদায় সপ্তম শ্রেণীর বালিকাকে অপহরণ করল ২৭ বছরের আমানুল্লা হোসেন

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মাটিতে যে ভাবে যথেচ্ছভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু নাবালিকাদের জোরপূর্বক অপহরণের ঘটনা ঘটে থাকে, ঠিক তেমনই একটি উদ্বেগজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল পশ্চিমবঙ্গের 'কালিয়াচক কান্ড' খ্যাত জেলা মালদা।

নিজস্ব সূত্রে খবর অনুযায়ী গত ২৮ শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার মালদার সপ্তম শ্রেণির সাড়ে এগারো বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে জোর তুলে নিয়ে যায় বছর সাতাশের দুষ্কৃতি আমানুল্লা হোসেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ঘনিষ্ট সূত্রে আরও জানাচ্ছে যে, অপহৃতার পরিবার এই নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে স্থানীয় 'পাকুরিয়া থানা' প্রথমে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিতেই অস্বীকার করে। পরে চাপের মুখে পুলিশ গত ৩০-শে এপ্রিল, শনিবার এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে বলে জানা গেছে। যার কেস নং-১৪৪/১৬। তবে, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ঘটনার এতগুলো দিন পেরিয়ে যাবার পরেও আজ অবধি অপহৃতার পরিবারকে থানা থেকে অভিযোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরকারি নথির কপিটি পর্যন্ত দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলেই মনে করা হয়নি।

সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়টি হল, উক্ত ঘটনাটি কিন্তু কোন 'লাভ জিহাদ' মূলক ষড়যন্ত্রের অংশ নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে জোর-জবরদস্তি মূলক একটি নির্মম অপহরণের প্রমাণ্য চালচিত্র।

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতি-র ধিক্কার উমর খালিদকে

খালিদকে কালো পতাকা দেখাতে বেলা তিনটার মধ্যেই দুই শতাধিক সংহতি কর্মী ভারত সভা হলের সামনে উপস্থিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেশে ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এখন কি সমস্তরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে খালিদকে সভার দেড়ঘন্টার আগেই পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। বেলা চারটের সময় সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ঘটনাস্থলে এলে কর্মীরা উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশদ্রোহী খালিদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে তারা ভারত সভা হলের দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশ ব্যারিকেড করে দিলে রাস্তা অবরোধ করে দেয় সংহতির কর্মীরা। তপনবাবু তাঁর বক্তব্যে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, কাশ্মীর থেকে হিন্দু পন্ডিতদের উচ্ছেদের সময় উমর খালিদের মানবাধিকার কোথায় ছিল, আজ বস্তার নিয়ে মানবাধিকারের বুলি আওড়াতে এসেছে। অতি বাম এই খালিদ দেশের শত্রু। বামেরা এর আগেও দেশের বিরোধীতা করেছে। এদেরকে চিনে নেওয়া দরকার। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দের বাংলায় এদের কোন স্থান নেই। জাতীয়তাবাদী নেতা প্রকাশ দাশ বলেন, উমর খালিদরা দেশের চরম শত্রু। এরাও আফজল গুরুর মতো দেশদ্রোহী। এদের পরিণতি আফজল গুরুর মতোই হওয়া উচিৎ। এরা ক্ষমার অযোগ্য, দেশবাসী এদের ক্ষমা করবে না। সংহতির পথ অবরোধে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। খালিদের মতো একজন নগণ্য লোকের জন্য সংহতি সভাপতি কলকাতাবাসীকে যানজটের যন্ত্রনায় আর ভোগাতে চাননি। ৪৫ মিনিট অবরোধ চলার পর তিনি সংহতি কর্মীদের পথ ছেড়ে দেবার আহ্বান জানান।

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন - নেপথ্য কাহিনী

তপন কুমার ঘোষ

সদ্যসমাপ্ত ২০১৬ বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে একটু আলোচনা করা একান্তই দরকার। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে যে মমতা ব্যানার্জী ২১১ টি আসন, ৪৭.৬ শতাংশ ভোট নিয়ে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরেছেন। সবাই মোটামুটি এটাও বুঝেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস বা টিএমসি জেতে নি। জিতেছেন মমতা ব্যানার্জী। ভারতের রাজনীতিতে আবার একবার প্রমাণিত হল, দল নয়, ব্যক্তি বড়। বহুবার একথা প্রমাণিত হয়েছে। এটা ভাল কি খারাপ সে প্রশ্ন অন্য। কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে এটাই বাস্তবতা।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী বহু ঐতিহ্যমন্ডিত বিশাল কংগ্রেস দলে এটাই প্রমাণ করেছিলেন। পরবর্তী দিনে চৌধুরী চরণ সিং, এম জি রামচন্দ্রন, এন. টি. রামারাও, বিজু পট্টনায়েক, নবীন পট্টানায়েক, মুলায়েম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব, জয়ললিতা, মায়াবতী, বালাসাহেব ঠাকরে, চন্দ্রবাবু নাইডু- এই সব নামগুলি দলের থেকে ব্যক্তি বড়- তারই উদাহরণ। তবে এদের মধ্যে কারও কারও সাফল্যের পিছনে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জাতি সমীকরণ ও জাতি Identityও কাজ করেছে। কিন্তু জাত-পাতের সাহায্য না নিয়ে যারা ব্যক্তি মহিমায় দলকে ক্ষমতাসীন করেছেন, তাদের মধ্যে দুটি উজ্জল ও সাম্প্রতিক উদাহরণ - নরেন্দ্র মোদী এবং মমতা ব্যানার্জী।

যখন বিজেপি রামমন্দির আন্দোলনের আবেগে বলীয়ান ছিল, যখন এই দল বাজপেয়ী, আদবানী, মুরলী মনোহর যোশী, রাজমাতা সিন্ধিয়া, কুশাভাউ ঠাকরে, ভাইরোঁ সিং সেখাওয়াত, অরুন শৌরী, প্রমোদ মহাজন, কল্যাণ সিং, উমা ভারতী এবং আরও অনেকে অতি উজ্জ্বল নেতা শোভিত ছিল, তখনও এই দল লোকসভায় ২০০-র গন্ডী পার করতে পারে নি। ১৯৯৮-এ কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে পোখরান বিস্ফোরণ, কারগিল যুদ্ধ বিজয়, সারা ভারতকে যুক্ত করার স্বর্ণিম চতুর্ভু জ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, ইত্যাদি সাফল্যের উজ্জ্বল নিদর্শন রাখার পরেও ২০০৪ এর নির্বাচনে লোকসভায় ১৪০ টি সীট। তারপর আদবানীর নেতৃত্বে ২০০৯-এ আরও কমে মাত্র ১১৬ টি সীট। তারপর পূর্বে উল্লেখিত ওইসব উজ্জ্বল নেতা অস্তমিত বা অপসৃত হওয়ার পরেও একটিমাত্র ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদী দলকে নিয়ে গেলেন এককভাবে ২৭২ সীটে। একটু তুলনা করে দেখুন, অতগুলি নামকরা নেতার যৌথ অবদান ও মোদীর একক কৃতিত্ব। কোনটা বেশী?

২০১১-তে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রচন্ড সিপিএম বিরোধী হাওয়ায় ভর করে। দলের নাম টিএমসি। কিন্তু দু বছরের মাথায় শুরু হয়ে গিয়েছিল সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারীর ঘনঘোর মেঘ। টিএমসি-র অনেক নেতাদেরই মনে ভয় ধরে গিয়েছিল যে, এই কেলেঙ্কারী থেকে দল আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। সেই সময় ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে যখন বিজেপি ক্ষমতাসীন হল, তখন টিএমসি-র অনেক নেতাই টিএমসি-র ভবিষ্যত অন্ধকার ভেবে বিজেপিতে ঢোকার জন্য লাইন লাগিয়েছিলেন। ঠিক যেমন একটা ডুবন্ত নৌকা ছেড়ে যাত্রী অন্য একটি ভাসমান নৌকায় উঠতে চায়। তারপর২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের ঢাক যেই বেজে উঠেছে, তখনই আবার এক বজ্রপাত। নারদা কেলেঙ্কারী-নারদ স্টিং অপারেশন। তৃণমূলের বড় বড় নেতা, এমনকি অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অধিকারী নেতারাও দুহাত ভরে টাকার বান্ডিল নিচ্ছেন। গোপন ক্যামেরায় তোলা সেই ছবিগুলি টিভির পর্দায় বার বার ভেসে উঠছে। মনে হল স্বয়ং ভগবান এসেও আর দলটাকে বাঁচাতে পারবেন না। সুতরাং বিরোধীরা উৎসাহিত হবে এটাতো অতি স্বাভাবিক কথা। তবুও মমতার পতনকে সুনিশ্চিত করতে জোট বাঁধলো এ রাজ্যের প্রধান দুটি বিরোধী দল- কংগ্রেস আর সিপিএম, এ রাজ্যে যাদের রক্তক্ষয়ী, নিষ্ঠুর, নৃশংস হানাহানির ইতিহাস কমপক্ষে ৪৯ বছরের। সেই ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে। সাঁইবাড়ীর নৃশংস হত্যাকান্ডের মত বহু রক্তাক্ত অধ্যায়কে ভুলে গিয়ে তারা হাত মিলিয়েছিল শুধু মমতার পতনকে সুনিশ্চিত করতে। এদিকে ২০১৪-র নির্বাচনী সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিজেপিও এ রাজ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তাহলে ২০১৬-র বিধানসভার নির্বাচন প্রধান পক্ষগুলি কারা কারা ছিল? একদিকে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল। তার বিপরীত দিকে সিপিএম-কংগ্রেস জোট। এবং ছোট প্রতিপক্ষ বিজেপি। যুদ্ধটা হল। ফলাফল সবাই জানি। কিন্তু এই জানার মধ্যে অনেকটা ফাঁক আছে।

যুদ্ধের ময়দানে এই তিনটি পক্ষ থাকলেও আড়ালে আর একটি প্রবল পক্ষ কাজ করেছে, যারা এই যুদ্ধকে বেশ ভালরকম প্রভাবিত করেছে। সেই পক্ষ হচ্ছে আনন্দবাজার গোষ্ঠী। কোন এক স্বার্থের দ্বন্দ্বে ২০১১-তে মমতা ক্ষমতায় বসার অল্পদিনের মধ্যেই এই আনন্দবাজার গোষ্ঠী মমতার চরম শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল। তারপর থেকে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর যতগুলি পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং টিভি চ্যানেল আছে সবগুলিতে প্রবল ও একটানা মমতার বিরুদ্ধে ও টিএমসি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চলতে লাগলো। মমতার সঙ্গে ওই গোষ্ঠীর সম্পর্কের তিক্ততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আমার পর্যবেক্ষণে ২০১৬-র নির্বাচনে মমতার এক নম্বর প্রতিপক্ষ ছিল আনন্দবাজার, দুই নম্বর কংরেড জোট এবং তিন নম্বরে বিজেপি।

আনন্দবাজারের বিশেষ ভূমিকা ছাড়া কংগ্রেস-সিপিএম জোট হওয়া অসম্ভব ছিল। তৃণমূলের দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ, আইন শৃঙ্খলায় চরম ব্যর্থতা, কোন উন্নয়নই হয়নি এবং দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ইত্যাদি নিয়ে আনন্দবাজারের প্রচার এতখানিই জোরালো ছিল যে, অন্যান্য মিডিয়া হাউসও তা কমবেশী অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। পরিণাম- সমাজের শিক্ষিত মহলে একটা গেল গেল রব উঠলো যে, টিএমসি এবং মমতা ব্যানার্জী প্রচন্ডভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন। এই মিডিয়া প্রচারের শিকার অনেকেই হল। আশ্চর্যের বিষয় যে, সিপিএম ও কংগ্রেস দলের নেতারাও এই বাজারী মিডিয়ার প্রচারের শিকার হয়ে গেলেন। তাই দুই দলের নেতারা তাঁদের আদর্শগত বিভেদ চাপা দিয়ে ৪৯ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে জোট বাঁধলেন মমতাকে সরানোর জন্য। আনন্দবাজারের ধুঁয়াধার প্রচার ছাড়া এটা অসম্ভব ছিল। তাঁদের এই জোট বাঁধা ও নির্বাচনের পরিণাম আর একবার দেখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এককালের জন-সংযোগে অতি দক্ষ সিপিএম নেতারা আজ কতটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে উঠে আসা ও ক্যাডার হোলটাইমারদের কাছ থেকে পাওয়া ইনপুটের উপর নির্ভর না করে তাঁরা বাজারী পত্রিকা ও মিডিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কতবড় ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন! শেষে তাঁদের আমও গেল ছালাও গেল। অবশ্য কংগ্রেসের ততটা ক্ষতি হয়নি। বরং অধীর চৌধুরীর সুচতুর পরিচালনায় তারা লাভবানই হয়েছে। মাত্র ১২.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৪ টা সীট তারা জিতেছে। আর বোধহয় সিপিএম এখন হায় হায় করছে, আনন্দবাজার তাদেরকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছে।

এই ২০১৬-র নির্বাচনে আর একটা প্রবল পক্ষ ছিল যাদেরকে ঠিক প্রতিপক্ষ বলে অভিহিত করা যায় না। সেই পক্ষ হচ্ছে রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট। এটাকে একটা পক্ষ হিসাবে বলা যায়, আবার যায় না। এই ৩০ শতাংশ ভোট যদি কোন একজন ব্যক্তি অথবা একটি গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকতো, তাহলে অবশ্যই একে একটা পক্ষ হিসাবে স্পষ্ট করে বলা যেত। কিন্তু ততটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এখানেই মমতা ব্যানার্জী খুব সুচতুরভাবে তাঁর খেলাটা খেলেছেন এবং জিতেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র এই লড়াইটা তিনি জিতেছেন, যুদ্ধটা জেতেননি। ইংরাজিতে অনেক সময় বলা হয়, The battle is own, not the war। এর একটা উদাহরণ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। প্রথমদিকে হিটলার বহু যুদ্ধ জিতেও মহাযুদ্ধটা হেরে গিয়েছিলেন এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলিম ভোট সব সময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তাদের যত সংখ্যা বা যত ভোট, তার সমান অনুপাতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার থেকে বেশী অনুপাতে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট জনসংখ্যায় তাদের অনুপাতের থেকেও অনেকটা বেশী অনুপাতে তারা ভোট রাজনীতিতে গুরুত্ব পেয়েছে। কারণটা বোঝা কঠিন নয়। তাদের ভোট জোটবদ্ধ, অর্থাৎ তারা একই দিকে ভোট দেয়। এরই নাম ভোটব্যাঙ্ক। এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে কোন লাভ নেই। দেশে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ছাড়াও আরও অনেক ভোটব্যাঙ্ক আছে। বিহারে যাদব ভোটব্যাঙ্ক, ইউপি-তে দলিত ভোটব্যাঙ্ক, পাঞ্জাবে শিখ ভোটব্যাঙ্ক, হরিয়াণাতে জাঠ ভোটব্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়েও একইরকম রাজনীতি করা হয়। সারা দেশে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনীতি করা হয়। অর্থাৎ ওই ব্যাঙ্কের ভোট পাওয়ার জন্য মুসলিম তোষণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও করা হবে- এটা স্বাভাবিক। এ রাজ্যে বাস্তবে মুসলমানের ভোট প্রায় ৩০ শতাংশ। এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এই ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জী বোধ হয় সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। হিজাব পরা, নামাজ পড়া, ইমাম ভাতা থেকে শুরু করে এমন বহু কাজ তিনি করেছেন যা দেখলে একদিকে আতঙ্ক হয়, অন্যদিকে বমি আসে। অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও ভোটের জন্য মমতা ধর্ম পাল্টিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। এটা সত্যি নয়।

ভোটব্যাঙ্কের জন্য মমতার এই মুসলিম তোষণ কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে জম্মু-কাশ্মীর, আসাম ও কেরল ছাড়া আর কোন রাজ্যেই এত বেশী মুসলিম ভোট নেই। সেই জম্মু-কাশ্মীরে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দল পিডিপি-র সঙ্গে বিজেপি আঁতাত করতে বাধ্য হয়েছে। আসামে সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরী হয়েছে। ২০১১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের তরুণ গগৈ এবং ২০১৬-র নির্বাচনে বিজেপি সেই হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করেই ক্ষমতা পেয়েছে। কেরলেও এই মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক এতটাই শক্তিশালী যে কংগ্রেস ও বাম জোট উভয়কেই মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতা করে সরকার গড়তে হয়েছে।

এবার আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের কথায়। পশ্চিমবঙ্গে ২৫ শতাংশ মুসলিম ভোটের জন্য (নব্বইয়ের দশকে) সিপিএমও কম তোষণ করেনি। দেশের কম ক্ষতি করেনি। প্রকৃতপক্ষে বাম আমলেই বহু এলাকায় হিন্দুর পায়ের নিচের মাটি সরে গিয়েছে। কিন্তু তখন রাজনৈতিক মঞ্চের দখল মুসলিমরা নিতে পারেনি বলে তা সকলেব নজরে পড়েনি। সেই বাম আমলে এবং এই মমতার আমলে মুসলিম তোষণকে যারা প্রচন্ডভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন তারা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করছেন। তুলনা তো করতেই হবে। কিন্তু তুলনাটা সঠিক হওয়া চাই। মুসলিম ভোট গুজরাটে মাত্র ৯%, মহারাষ্ট্রে ১২%, উড়িষ্যায় ৩%, পাঞ্জাবে ২%, বিহারে ১৭%, উত্তরপ্রদেশে ১৯%, মধ্যপ্রদেশে ৭%, রাজস্থান ৯%। আর পশ্চিমবঙ্গে এখন ৩০%। সুতরাং তোষণের মাত্রাটাও অন্য রাজ্যের থেকে এখানে বেশী হওয়াটা স্বাভাবিক। তাতে দেশের ক্ষতি কতটা হচ্ছে সে কথা রাজনৈতিক দলগুলো কখনো ভাবে কি? ভোটে জেতার জন্য যা করতে হয়, তাই তারা করবে।

তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী- এটা বোঝা বোধহয় খুব কঠিন নয়। একটু তুলনাত্মক উদাহরণ দিই। বিহারে ১৭ শতাংশ যাদব ভোট নিয়ে লালু যা যা কান্ড করছেন সেটা মনে করে দেখুন। তিনি জেলে গেলে তাঁর অশিক্ষিতা পত্নী রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রী করা। রাজনীতিতে একেবারে অনভিজ্ঞ ছেলে তেজস্বীকে বর্তমানে উপমুখ্যমন্ত্রী করা। কন্যা মিসা ও রাবড়ি দেবীকে রাজ্যসভার সদস্য করা। এসবই তো ওই ১৭ শতাংশ যাদব ভোটের দাপটে! অনেকে বলবেন M-Y সমীকরণ। অর্থাৎ মুসলিম ও যাদব ভোটের যৌথ প্রভাব। মনে রাখতে হবে যে বিহারের ১৬ শতাংশ মুসলিম ভোট লালুর চেহারা বা ডিগ্রি দেখে তাঁর সঙ্গে আসেনি। সেটাও এসেছে লালুর সঙ্গে ওই ১৭ শতাংশ ভোট আছে বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের দাপট ও প্রভাব বিবেচনা করতে হবে। তিন বছর আগে এক ঈদের নামাজের জমায়েতে কোন একজন ইমাম সাহেব মমতার সামনেই দাবি করলেন যে মুসলমানরাই মমতাকে ২০১১ সালে ক্ষমতায় বসিয়েছে। মমতা যদি মুসলিমদের দাবি দাওয়া পূরণ না করেন তাহলে কান ধরে তাঁকে ক্ষমতা থেকে আবার নামিয়ে দেবেন। মমতাকে মুখ বুজে সে কথা শুনতে হল। এতটাই দাপট ওই ভোটব্যাঙ্কের।

এবার অন্য একটা দৃশ্যে যাওয়া যাক। এ রাজ্যে সবথেকে প্রাচীন মুসলিম সংগঠন জামায়েত ই ইসলামী। তার নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। গ্রামাঞ্চলে ও বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর তাঁর প্রভাব সকলের থেকে বেশী। বিভিন্ন মুসলিম নেতাদের মধ্যে তাঁর ডাকা জমায়েতেই সব থেকে বেশী ভিড় হয়। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর অতি অল্প সময়ের নোটিসে বর্ধমানের কার্জন গেটে জিটি রোড অবরোধ করে ডাকা সমাবেশে লক্ষধিক মুসলমানের জমায়েতে তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর পিছনে এই বিশাল মুসলিম জনসমর্থনের যোগ্য গুরুত্ব তিনি পাচ্ছিলেন না এবং এটাকে তিনি কোন কাজেও লাগাতে পারছিলেন না। এককথায় তিনি রাজনীতিতে দিশাহীন ছিলেন। তাঁর একটি দুর্বলতার দিক আছে। তা হল, নাম করা ইমাম-মৌলবী ও বড় বড় মুসলিম ক্রিমিনাল, স্মাগলার এবং তাদের গডফাদার রাজনৈতিক নেতারা সিদ্দিকুল্লার সঙ্গে নেই। এর কারণ হল যে এরা প্রায় সবাই উর্দুভাষী মুসলমান। আর সিদ্দিকুল্লা বাংলাভাষী মুসলমান। তাই, বেশী মুসলিম জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের উপরে মাতব্বরি করে এই উর্দুভাষী ইমাম-ক্রিমিনাল-স্মাগলার-নেতা গ্যাং। তারাই নিজেদেরকে ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের মালিক বলে জাহির করে মাতব্বরি করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সমস্ত ফায়দা তোলে। কিন্তু আসল মালিক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী কোন মূল্যই পান না। তাই তিনি বাম আমলেই তৈরী করেছিলেন মুসলমানদের নিজস্ব দল PDCI। কিন্তু তা দাঁড়াতে পারেনি তিনটি কারণে। এক, তাঁর কাছে অফুরন্ত টাকার যোগান ছিল না। দুই, তাঁর কাছে

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন - নেপথ্য কাহিনী

ক্রিমিনাল পাওয়ার বা মাসল পাওয়ার ছিল না। এবং তিন, গ্রামাঞ্চলে সিপিএম-এর মজবুত সাংগঠনিক বাঁধুনী। তাই PDCI করে তিনি হালে পানি পেলেন না। অথচ তাঁর পিছনে জনসমর্থন আছে। সেটা দেখে তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আসামের বদরুদ্দিন আজমল শেঠ। মধ্যপ্রাচ্যের আতরের ব্যবসায় এই আজমল অগাধ টাকার মালিক। আসামে আজমলের তৈরী করা নতুন দল AIUDF দ্রুত উঠে আসছিল। ২০০৬-এর প্রথম নির্বাচনে ৯ টা সীট। ২০১১-র দ্বিতীয় নির্বাচনে ১৮ টা সীট। প্রায় এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে তাঁকে ছাড়া কোন দলই আসামে সরকার গঠন করতে পারবে না। সমগ্র পূর্বভারতের মুসলিম দুনিয়ায় আজমল শেঠ যেন এক নতুন সূর্যের মত আকাশে উদয় হচ্ছিলেন। আমাদের বাংলার সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তাঁর PDCI দলকে AIUDF এর সঙ্গে একীকরণ করে দিলেন। ফলে তাঁর অর্থের অভাবটা ঘুচে গেল। এদিকে সিপিএম-এর সাংগঠনিক বাঁধুনীও আলগা হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় প্রায় ২০ শতাংশ মুসলিম ভোটের দাবিদার সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা নতুন সাম্প্রদায়িক মেরু তৈরী করে ফেলতেন। সেই সম্ভাবনা খুবই বাস্তব ছিল। ভোটে পরিণামে হাং অ্যাসেম্বলি হলে তিনি হতেন নির্ণায়ক শক্তি। আর তা না হলেও হতেন একটা নতুন মেরু। অর্থাৎ বাংলায় এক নতুন সুরাবর্দী তৈরী হতে যাচ্ছিল। এরপরেও যে হবে না তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

ওদিকে আর এক তুখোড় খিলাড়ী রেজ্জাক মোল্লা নামজাদা আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম ও নমঃশূদ্র নেতা সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'ভারতীয় ন্যায়বিচার পার্টি' তৈরী করেছেন। তাঁরাও দাবী করেন যে পশ্চিমবঙ্গে একটা ভাল শতাংশ মুসলিম ভোট ও দলিত ভোটের তাঁরা মালিক। এই দুটি দলের পক্ষ থেকেই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও রেজ্জাক মোল্লা মমতার কাছে গিয়েছিলেন দর কষাকষি করে কিছু সীট আদায় করতে। ইতিমধ্যে সারদা-নারদা নিয়ে ধোঁয়াধার বাজারী প্রচারের ফলে বাহ্যত মমতার অবস্থা অনেকটাই নড়বড়ে। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিদ্দিকুল্লা ও রেজ্জাক সাহেবরা ভেবেছিলেন যে তাঁরা অনেকটা দর আদায় করে নিতে পারবেন। হল নার্ভের লড়াই। কিন্তু জিতলেন মমতা। কি করে জিতলেন? একদিকে তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও উন্নয়নের সুফলের উপর বিশ্বাস, অন্যদিকে সিদ্দিকুল্লা ও রেজ্জাক মোল্লার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভকে কাজে লাগানো। ওদের দুটি দলের সঙ্গে জোট না বাঁধলে তাঁরা মমতার কিছু ভোট কাটতে পারবেন, কিন্তু নিজেরাও জিততে পারবেন না। আর না জিতলে রাজনীতিতে গুরুত্বও নেই, ইনকামও নেই, অনুগামীদের পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও নেই। মমতা কঠোরভাবে ওদেরকে জানিয়ে দিলেন- কোন জোট বাঁধা নয়, অন্য কোন নির্বাচনী প্রতীকের স্বীকৃতি নয়। লড়তে হলে তৃণমূলের চিহ্ন নিয়েই লড়তে হবে। এবং জিতলে মন্ত্রীত্ব দেওয়া হবে। তৃণমূলের মন্ত্রী। ওদের ট্যাঁ ফোঁ- আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে এত সীট চাই অত সীট চাই - মমতা সাফ বলে দিলেন, মুসলমান ও দলিত প্রার্থী তিনি যথেষ্ট সংখ্যায় তো দিচ্ছেনই। তারপর আর ওইসব দাবীর যৌক্তিকতা থাকে না। সুতরাং এই দুই সাহেব দেখলেন, নিজের নাক কেটে মমতার যাত্রাভঙ্গ করার চেষ্টা করে লাভ নেই। তার থেকে মন্ত্রী হওয়া অনেক সুখের। অতএব, তাঁরা তাঁদের দলীয় আইডেনটিটি ছেড়ে দিয়ে সুড়সুড় করে ঘাসফুল চিহ্ন নিয়েই নির্বাচনে দাঁড়ালেন, জিতলেন এবং মন্ত্রীও হলেন। তাও পূর্ণমন্ত্রী নয়, উপমন্ত্রী।

এই ঘটনার অন্যদিকে পরিণতি হল এই যে, ইমাম বরকতি, ত্বহা সিদ্দিকী, ফজলুর রহমান কারী - এদের ট্যাঁ ফোঁ বন্ধ হয়ে গেল। সিদ্দিকুল্লা, রেজ্জাক মোল্লাকে নিজের আঁচলে নিয়ে ওই সব উর্দুভাষী ইমামদের ও সুলতান-ইকবাল-ববি হাকিমদেরকে তাঁদের আসল 'ভাও' বুঝিয়ে দিলেন। ওরা যে পাঁচ থেকে সাত পারসেন্টের বেশী ভোটের নিয়ন্ত্রক নয়, তা ওদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মমতা। এতদিন তারা তাদের প্রভাবের থেকে বেশী অনুপাতে 'ভাও' পাচ্ছিলো, সেকথাও বুঝিয়ে দিলেন।

উর্দুভাষী মুসলিমদের এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুঝে গেল, মমতা যতই হিজাব পড়ুন না কেন একে চিবিয়ে খাওয়া সহজ নয়। দাঁত ভেঙে যেতে পারে। তাই তাঁরা শুরু করলেন গোপন ষড়যন্ত্র। মসজিদে মসজিদে মমতা বিরোধী 'খুতবা' দেওয়া শুরু হয়ে গেল। মমতা মুসলমানদের জন্য কিছুই করেননি - এই প্রচার শুরু হয়ে গেল। মমতা বিরোধী প্রচারের সিডি ক্যাসেট গোপনে ছড়ানো হতে লাগলো। ফলে বেশ কিছু ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগলো যে মুসলিমরা মমতাকে ত্যাগ করছে। কিন্তু মুসলমানরা অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন গোষ্ঠী। তারা চট করে হাতের তাস দেখায় না। তাই তারা মাঝামাঝি খেলতে শুরু করলো। ভোটের একদম মুখে এসে, অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের পরেই বোঝা গেল যে মমতা ভাল করছেন। ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গে পাল্টি খেয়ে গেল। ইমাম বরকতি, ত্বহা সিদ্দিকীদের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে তারা আবার মমতার দিকে ঢলে পড়লো। শেষ পরিণাম সবারই জানা। মমতা ২১১।

কিন্তু আশ্চর্য! ২০১১-র মত ইমাম বরকতি ও ত্বহা সিদ্দিকীর শুভেচ্ছাবার্তা আমরা মিডিয়াতে দেখতে পেলাম না। ২৭শে মে শুক্রবার রেড রোডে মমতার শপথ গ্রহণে দর্শকের প্রথম সারীতে মেহেন্দি করা দাঁড়ি-টুপির শোভা অনুপস্থিত। মুসলমানরাই ভোট দিয়ে মমতাকে জিতিয়েছে - এ হুঙ্কারও শোনা গেল না। মুসলিম নেতাদের মেরুদন্ড তো খুবই নমনীয়! (সেই কারণেই বিপুল ধনী আরব দুনিয়াকে আমেরিকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।) তাই লজ্জা-শরমের বালাই না রেখে ৩ রা জুন ত্বহা সিদ্দিকী তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মমতা ব্যানার্জীকে কুর্নীশ ঠুকে আসলেন, যদিও ফল বেরিয়েছে ১৯শে মে। ইমাম বরকতির এখনও যাওয়ার মুখ নেই। এই হল ২০১৬-র নির্বাচনের নেপথ্য খেলা।

এবারের মত খেলা তো হয়ে গেল। খেলায় মমতা জিতলেন। উর্দুভাষী মুসলিম নেতৃত্ব পরাজিত। কিন্তু মহাযুদ্ধ চলছে। ওরা অত সহজে ছেড়ে দেবে না। সিদ্দিকুল্লাও শেষ পর্যন্ত ফজলুল হকের মত পাল্টি খাবেন কিনা কেউ জানে না। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা যে কে নেবে তাও জানা নেই। শেষ লড়াইতে কে কোন দিকে থাকবে কেউ জানে না।

দক্ষিণদাঁড়িতে দুই মুসলিম গোষ্ঠীর সংঘর্ষ
কপাল পুড়ল সাধারণ হিন্দুর

একটি জমিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল বৃহত্তর কলকাতার ভিআইপি রোডে অবস্থিত দক্ষিণদাঁড়ি। পুলিশ এলে জনতা পুলিশ সংঘর্ষ লেগে যায়। উন্মুক্ত জনতা পুলিশের দুটি গাড়িতে আগুন লাগান হয়। বেশকিছু হিন্দুর দোকান ভাঙচুর করার খবরও পাওয়া যায়। মূলতঃ দুটি মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বিরোধের ফলে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় দক্ষিণদাঁড়ি। গত ৯-ই মে সোমবার, রাতে এমনই ঘটনা ঘটেছে কলকাতার উপকণ্ঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণদাঁড়ির ৩৩নং ওয়ার্ডের একটি জমির দিকে নজর ছিল এলাকার মাস্তান বলে পরিচিত হায়দর ও তার দলবলের। কিন্তু তার এই কাজে বাধ সাধে মুসা নামে একটি ছেলে। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকায় এদের বাড়-বাড়ন্ত সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ এদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস কারুর নেই। সোমবার রাতে জমি নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল গন্ডোগোল বাঁধে। উভয় গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ বেধে যায়। অস্ত্র নিয়ে তারা একে অপরকে আক্রমণ করে। খবর পেয়ে ঘচনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। তারা স্থানীয় আজাদহিন্দ ক্লাবটিতে ঢুকে ভাঙচুর করে। স্থানীয়দের বক্তব্য হায়দার গোষ্ঠীর আজাদ হিন্দ ক্লাবটি দুষ্কৃতিদের আড্ডাস্থল। ক্লাবটিতে অস্ত্রশস্ত্রও মজুত থাকত। পুলিশের তাড়া খেয়ে দুষ্কৃতিরা আশ্রয়ের আশায় স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নেয়। পুলিশ সেখানেও ঢুকে লাঠিচার্জ করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এরপরই হায়দারের লোকজনেরা মসজিদের মাইকে ইসলাম বিপন্ন বলে ঘোষণা করে দেয়। মুহূর্তে প্রায় দুইশ সশস্ত্র মুসলিম যুবক মসজিদের সামনে জড়ো হয়। জমি সংক্রান্ত বিবাদ ধর্মীয় বিবাদে পরিণত হয়। মুসলমানরা হিন্দুদের কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর চালায়। হিন্দুদের বাড়িতেও হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, মুসলিমদের হাতে লাঠি, ইট ও তলোয়ার ছিল। হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে পুলিশও দুষ্কৃতিদের রোষের মুখে পড়ে। আক্রমণকারীরা পুলিশের জিপে আগুন লাগিয়ে দেয়ে। তাদের ছোঁড়া ইটের ও লাঠির আঘাতে ১০-১২ জন পুলিশ জখম হয়। এলাকার কাউন্সিলার মায়া মাইতি ঘটনাস্থলে এলে দুষ্কৃতিদের রোষের মুখে পড়েন। এমনকি স্থানীয় বিধায়ক সুজিত বসু বিরোধের মীমাংসা করতে এলে দুষ্কৃতিরা তাঁর উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতিরা তাঁকে মারধোরও করে। গুরুতর আহত সুজিত বাবুকে স্থানীয় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বিধাননগর কমিশনারেট-এর এসপি পাপিয়া সুলতানা ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে এলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণদাঁড়ির মুসলমানরা থানা আক্রমণ করার জন্য মসজিদের পাশে জড়ো হয়। মসজিদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে তিনটি দাবি রাখা হয়েছিল- (ক) যাদের পুলিশ ধরেছে তাদের কোন কেস না দিয়ে ছাড়তে হবে। (খ) মসজিদে আর কোনদিন পুলিশ ঢুকবে না এবং (গ) মসজিদে যেসব পুলিশ ঢুকেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। জানা গেছে, প্রশাসন ও পুলিশ তাদের সব দাবি মেনে নিয়েছে।

মন্দিরবাজারে নাবালিকার শ্লীলতাহানি

গত ২৪শে মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত কারবালা গ্রামে ১০ বছরের এক নাবালিকার শ্লীলতাহানি করলো ফরিদ সেখ নামক এক ব্যক্তি। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক। মেয়েটির বাড়ির লোকজন ফরিদের নামে থানায় শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ এনেছে।

মথুরাপুর থানার উত্তর দুর্গাপুর গ্রামের উত্তম সরদারের ১০ বছরের মেয়ে শিবানী সরদার স্থানীয় মধুরাপুর আর্য বিদ্যাপীঠে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। তবে সেদিন সে তার মামারবাড়ি মন্দিরবাজারের কারবালা গ্রামে ছিল। ঘটনার দিন শিবানী দুপুর ১২ টার সময় বাড়ির পাশ্ববর্তী রাজু মোল্লার পুকুরে একাই স্নান করতে যায়। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগায় রাজু মোল্লার প্রতিবেশী ফরিদ সেখ। জলে নেমে সে শিবানীর পা টেনে ধরে বেশ কিছুটা ভেতরে নিয়ে যায় ও তার শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে। মরিয়া হয়ে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলে ফরিদ তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এসে তার দাদুকে (পূর্ণেন্দু আদক) জানায়। বাড়ির লোকজন স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সংহতির দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রমুখ কর্মী রাজকুমার সরদার ঘটনাস্থলে আসেন। এরপর মেয়েটির পরিবারের লোকজন নিয়ে মন্দিরবাজার থানার ফরিদ সেখের নামে একটি এফআইআর দায়ের করে। কেস নং-২২৪/১৬ আন্ডার সেকশন ৩৫৪/৩৭৬ ও ৫১১ আইপিসি।

ফরিদ এর আগেও মহিলাঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল। একবার শ্লীলতাহানির অপরাধে ফরিদকে দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। লোকটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। এখানে সে দুটো বিয়েও করেছে। ফরিদের ভোটার কার্ডে পিতার জায়গায় শ্বশুরের নাম আছে। এর থেকেই লোকটির অপরাধমূলক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হরিদ্বারে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ছক আইএস-এর

ইসলামিক স্টেটের ভারতীয় শাখার প্রধান হরিদ্বার ও অন্যান্য স্থানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছে। একটি ফোন কল বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দাদের ধারণা, এখনও বেঁচে রয়েছে সফি আরমের। গোয়েন্দারা উদ্বিগ্ন। ভারতের মাটিতে নাশকতার জাল ছড়িয়ে দেওয়ার যাকে দ্বায়িত্ব দিয়েছে ইসলামিক স্টেটের স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর আল বাগদাদি। এর আগের রিপোর্টে বলা হয়েছিল সিরিয়ায় সফি আরমের মৃত্যু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে তেমন কোনও সূত্র পায়নি আইবি ও এনআইএ। বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছে, নাশকতার বিষয়ে আলোচনা তোলানোর সময়ে ফোনে আড়ি পেতে সফি আরমেরের কণ্ঠস্বর চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ এটিএসের তথ্য বলছে, লখনউ ও কুশীনগরে ধৃত আইএস জঙ্গি আলিম ও রিজওয়ানের সঙ্গে সফি আরমেরের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য কিছু বিদেশী নাগরিককে বাছাই করেছিল সফি আরমের। এক সময় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের হয়ে কাজ করত ইউসুফ। পরে সফি আরমর নাম নিয়ে সে ইসলামিক স্টেটে যোগ দেয়।

মালদহে তৈরি হচ্ছিল জেএমবি-র ব্যবহার করা প্লাস্টিক বোমা

বাংলাদেশের কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিনের ব্যবহার করা প্লাস্টিক বোমা তৈরির ফর্মুলায় বিস্ফোরক তৈরি হচ্ছিল মালদহের বৈষ্ণবনগরে। মালদহে বোমা বিস্ফোরণের পর এনআইএ-র একটি তদন্তকারী দল সেখানে পৌঁছান। তাদের তদন্ত থেকে যে সত্য বেরিয়ে এসেছে তা হল, এই বিস্ফোরণ কান্ডে নিশ্চিতভাবে কোন জঙ্গী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এবং সেখানে সাধারণ বোমা নয়, বরং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক তৈরির পরিকল্পনা ছিল। ঘটনাস্থলে প্লাস্টিকের বল ভর্তি একটি বস্তা পাওয়া যায়, যার মধ্যে বিস্ফোরক তৈরি করার ফর্মুলা লেখা একটি কাগজও পাওয়া যায়। তদন্তকারী দল সবকিছু খতিয়ে দেখছে।

সেলসম্যানের ছদ্মবেশে ওরা কারা ?

চুঁচুড়ায় আটক ৭০ জনের পরিচয় গোপনে ক্ষুব্ধ বিশিষ্ট মহল

হার্বাল প্রোডাক্টের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল ৭০ জন সেলসম্যান। কিন্তু কী প্রোডাক্ট তারা বিক্রি করে তা বলতে পারেনি। তাদের সেলস্ ব্যাগ থেকে কোনও হার্বাল প্রোডাক্টও পাওয়া যায়নি। সন্দেহটা তাই ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছিল। শেষে গত ১৪-ই মে স্থানীয় কয়েকশ যুবক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে, এমন সন্দেহে তাদের আটক করে। পরে চুঁচুড়া থানা থেকে পুলিশ এসে আটককারীদের করে থানায় নিয়ে যায়। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার তালডাঙা মোড়ের কাছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চুঁচুড়া চন্দননগরসহ গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চুঁচুড়া থানায় নিয়ে যায়। পরে অবশ্য সেই আটকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ জন।

সূত্রের খবর, গ্লেজি ট্রেডিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী ৫২টি হার্বাল প্রোডাক্ট নিয়ে চুঁচুড়া ও চন্দননগর অঞ্চলে প্রায় চার হাজার যুবকের সেলসের ট্রেনিং নিচ্ছিল। তাঁরা চুঁচুড়া থানা এলাকার তালডাঙা, ধরমপুর, প্রিয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় চড়া রেটে বাড়ি ভাঙা নিয়ে থাকতেন। স্থানীয় মানুষ ওই যুবকদের হার্বাল প্রোডাক্ট নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি বা কোন প্রোডাক্ট দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ। মনোজ মন্ডল নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, যে সমস্ত যুবক এগ্রিকালচার কসমেটিক ট্রেনিং নিচ্ছে তারা কেউই স্থানীয় বাসিন্দা নয়। মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর কিংবা উত্তর দিনাজপুর থেকে তারা এসেছিল। এরা সকলেই সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারের ছেলে। এদের গতিবিধি ছিল সন্দেহজনক। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্যারেড করে আরবী ভাষায় কীসব বলত এরা। তারপর হাতে তিনতালি দিয়ে ঘর থেকে বেরোত। চুঁচুড়ার তালডাঙার বাসিন্দা গৌতম তালুকদারের অভিযোগ, সকাল সাতটা নাগাদ একটা ডায়েরি হাতে দল বেঁধে এরা বেরুতো। ৯টার মধ্যে আবার ঘরে ফিরে আসত। এদের কাউকে কোনদিন রাজপথে কাজকর্ম করতে দেখা যায়নি। ডায়েরি হাতে অলিগলিতে ঘুরতো আর কীসব টুকতো। জিজ্ঞাসা করলে বলত, কোম্পানির ট্রেনিং নিচ্ছি। কেউ বলত নেটের ব্যবসা করছি, আবার কেউ কম্পিউটারের ব্যবসার কথা বলত। সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারতো না। আবার কেউ প্রশ্নকর্তাকে বলত, 'আপনাদের জেনে কী হবে।"

তালডাঙারই আর এক বাসিন্দা সুজয় দাস বলেন, এরা আশেপাশে চড়া রেটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। যে বাড়ির ভাড়া দুই হাজার সেই বাড়ি তারা দশ হাজার টাকায় ভাড়া নিত। এদের সমস্ত কাজকর্মই ছিল সন্দেহজনক। এদের হাতে কোনদিন কোন প্রোডাক্ট দেখা যায়নি। তবে তিনগুণের বেশি ভাড়া দিয়ে এখানে থাকার এদের আসল উদ্দেশ্যটা কী ছিল?

বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকমাস আগে মালদার গয়েশবেড়ি থেকে চুঁচুড়ায় ট্রেনিং নিতে আসা আবু সাহেল পালিয়ে বাড়ি চলে যায়। বাড়ি গিয়ে তার পাশের গ্রামের ইউসুক আলির বাবা মহম্মদ আলাউল শেখকে ট্রেনিংয়ের সময়কার বিভিন্ন অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে তার ছেলেকেও ফিরিয়ে আনতে বলেন। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে আনাউল শেখের। কারণ ইউসুফ আলি দু-বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং নিতে পাটনা যাবে বলে বাড়ি ছেড়ে ছিল। মে মাসের ১১ তারিখ তার বোনের বিয়ে ছিল। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়ে সে বোনের বিয়েতে আসেনি। অবশেষে আলাউল শেখ তার ছেলে ইউসুফকে বাড়ি নিয়ে যেতে চুঁচুড়ায় এলে ছেলে বাড়ি যেতে চায়নি। উল্টে সে বাবাকে চিনতে অস্বীকার করে। ইউসুফের বাবা আলাউল শেখ জানান, তার ছেলের মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। তা না হলে বাবাকে চিনতে অস্বীকার করে? তিনি সকল ছেলেকে তাদের বাবা-মা-র কাছে ফেরত পাঠাবার অনুরোধ প্রশাসনের কাছে করেন।

এদিকে, হুগলির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কোটেশ্বর রাও বলেন, 'চুঁচুড়ার প্রিয়নগরে কিছু ছেলে একটি বেসরকারি চেন মার্কেটিংয়ে কাজ করছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে। আমরা কাগজ পত্র খতিয়ে দেখছি। কিন্তু দেশদ্রোহিতার কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।' শেষ খবর পর্যন্ত জানা গেছে, আটক হওয়া যুবকদের অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হুগলি প্রশাসনের সঠিকভাবে তদন্ত না করে অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়াতে বিশিষ্ট মহলের অনেকেই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। কেউ কেউ অভিযুক্তদের পরিচয় গোপনের অভিযোগ এনেছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্তরে জানানো বা তদন্তের ভার এনআইএ-এর হাতে দেওয়া উচিৎ ছিল বলে তাঁরা মনে করেন।

হিন্দু বাড়িতে গোমাংস খাওয়া নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা

দোলপূর্ণিমার দিনে হিন্দু বাড়িতে গোমাংস খাওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালো। বাদুড়িয়া থানার লবঙ্গ গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। মুর্শিদাবাদ থেকে আগত একদল মুসলমান রাস্তার কাজ করতে এসে মন্দিরের পাশে একটি হিন্দু বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলো। হোলির বেশ কিছুদিন আগে ঐ বাড়িতে গোমাংস ভক্ষণ করে তারা। এই বাড়ির গৃহবধূ এর প্রতিবাদ করলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল। এবং আর কোনদিন ঐ বাড়িতে গোমংস খাবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা হোলির দিন সেই একই কাজ করাতে স্থানীয় এলাকাবাসীর কয়েকজন হিন্দু যুবক এর প্রতিবাদ করেছিলো। তাদের নাম সঞ্জীব দাস (৩৬), অজিত দাস (৩২), ও সঞ্জয় দাস (২৫) এরা তাদের রান্নার উনুন ভেঙে দিয়েছিলো ও ভাতের হাড়িতে কাঠের বাড়ি মেরেছিলো। তাদের অভিযোগ হিন্দু মন্দিরের পাশে হিন্দু বাড়িতে গোমাংস ভক্ষণ করেছিলো রাস্তার কর্মচারী মুসলমানরা। আগে একবার নিষেধ করার সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার খাওয়াটা ছিলো অভিযোগ। এলাকাবাসীর বয়ান অনুযায়ী স্থানীয় মুসলমানদের মদত পেয়ে তারা এই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছিলো। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মুসলমানেরা তাদের জাতভাইয়ের টানে রাস্তার কর্মীদের সাপোর্ট করে ও ৩০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে ১৫০০-২০০০ মুসলমান একত্রিত হয়। কয়েকজন মাত্র হিন্দু প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে নয়, এলাকার সমস্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদি মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তারা। হিন্দু তিন প্রতিবাদকারীদের ভীষণভাবে মারধোর করে ও ঘটনাস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পরেশ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির উপরে চড়াও হয় ও তার ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। পরেশ ঘোষ পালাতে বাধ্য হন। এই ঘটনা স্থানীয় বাদুড়িয়া থানাকে জানালে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়। স্থানীয় থানার পুলিশের সামনে ঐ এলাকার মুসলিম প্রভাবশালী ব্যাক্তি জহরুল হক ঢালী (জেহাদী স্পেশালিস্ট, অস্ত্র সাপ্লাইকারী ও অন্যান্য স্মাগ্লিং করে) সকল মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে ও বলে- "আমার ভাইরা কে কোথায় আছো অস্ত্র পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এসো হিন্দু নিধনের জন্য প্রস্তুত হও।" থানার পুলিশ ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে জেহাদিরা পালিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় থানার পুলিশ কয়েকজন মুসলিমকে গ্রেফতার করতে পেরেছিলো। যদিও পরদিন তারা সবাই ছাড়াও পেয়ে যায়। এলাকাতে তিনদিন কারফিউ জারি করেছিলো কেন্দ্র বাহিনী। ভোটের পরে পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলো সেখানকার মুসলমানরা। তবে এখনও পর্যন্ত এলাকা শান্ত।

সমস্ত ঘটনার পর জানা যায় যে স্থানীয় তৃণমূলকর্মী তারক ঘোষ মুসলমানদের সহযোগিতা করে ও পরেশ ঘোষের বাড়িতে হামলা করতে বলে। পরেশ ঘোষ কোনো ভাবেই এই ঘটনাতে জড়িত ছিল না। তার একমাত্র দোষ সে বিজেপি কর্মী ও মুসলমানের কাছে কাফের। মুসলমানেরা তারক ঘোষের সহযোগিতায় তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে চলেছিলো। পরে আরও জানা যায় যে, তারক ঘোষ পরেশ ঘোষের সম্পর্কে জামাইবাবু হন। এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

'মা কালী'র অবমাননাকর ছবি

গ্রেফতার ২ মুসলিম যুবক

ফেসবুকে 'মা' কালীকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করায় মুম্বই থেকে গ্রেফতার দুই মুসলিম যুবক। শনিবার মুম্বই পুলিশের সাহায্যে তাঁদের গ্রেফতার করে ভোপাল পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইটি অ্যাক্ট-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ধৃতদের নাম আলি সেখ ও আব্দুল কুরেশি। প্রথম জনের বিরুদ্ধে 'নাদান পরিন্দে' নামে ফেসবুকে গ্রুপে ওই আপত্তিকর ছবি পোস্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে। দ্বিতীয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ছবি লাইক করা। ২৮শে জুন শনিবার, দু'জনকে মুম্বইয়ের অ্যান্টপ হিল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে আলি পেশায় দেহরক্ষী। আব্দুল অ্যান্টপ হিল এলাকায় একটি দোকান চালান। তাদের বিরুদ্ধে আইটি ছাড়াও ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৪ (এ), ১৫৪ (বি) ও ২৯৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ফেসবুকে ওই ছবি পোস্ট হওয়ার পর ভোপালে অভিযোগ দায়ের করেছিল গেরুয়া শিবির।

আদিনা মসজিদ নয় আদিনাথ মন্দির

মধ্যযুগে ভারত তথা বঙ্গ ইতিহাসের এক নির্মম সত্য। মালদার আদিনাথ মন্দিরের নাম পরিবর্তিত হয়ে গেল আদিনা। আদিনাথ মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ উধাও হয়ে গেল। সরকারী সংরক্ষণে থাকলেও কার্যত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের দখলে এই মন্দির পরিসর। পুজাপাঠ বন্ধ অনেক দিন। তবু মুসলমানদের এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে গত ১৭-ই এপ্রিল শিবের আসনে জল ঢালতে গিয়েছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ (চিত্রের ব্যক্তি)। চারদিক থেকে প্রচুর মুসলমান একত্রিত হয়ে ঘেরাও করেও তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। জল তিনি ঢেলেছিলেন। বললেন, 'অতীতেও জল ঢেলেছি, ভবিষ্যতেও ঢালব। কোন শক্তি আমাকে রুখতে পারবে না।'

সত্যনারায়ণ পূজায় হামলা

শক্ত প্রতিরোধে পিছু হটল বেয়াদপরা

মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে সত্যনারায়ণ পূজায় হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোটা এলাকা। স্থানীয় একদল সংখ্যালঘু দুষ্কৃতি হামলা চালায় পূজামন্ডপে। হিন্দুরাও তার তীব্র প্রতিবাদ করলে উভয় পক্ষের মারামারি লেগে যায়। দুপক্ষের হাতাহাতিতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠার আগে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ এসে তা নিয়ন্ত্রণে আনে। সাময়িকভাবে র‍্যাফ নামানো হয়।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায় নন্দীগ্রাম ১ নং ব্লকের বৃন্দাবনপুর গ্রাম সত্যনারায়ন সংঘ দীর্ঘদিন ধরেই বছরের এই সময় সত্যনারায়ণ পূজা করে আসছে। গত ১১-ই মে, বুধবার রাতে ভ্যানে করে ক্লাবের সদস্যরা ঠাকুর নিয়ে আসছিল। সেই সময়ে পাশের গ্রাম বাবুখানবাড় এলাকার এক ব্যক্তি মোটর বাইক নিয়ে প্রচন্ড গতিতে সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানে ধাক্কা মেরে বসে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাবের সদস্যরা ঐ ব্যক্তিকে চড়-চাপড় মারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐ ব্যক্তি ফোন করে বাবুখানবাড় থেকে নিজেদের লোকদের ডেকে আনে। তারা সত্যনারায়ণ পূজা মন্ডপে এসে হামলা চালালে ঠাকুরের মাথার মুকুট ভেঙে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গোটা গ্রাম জড়ো হয়ে দুষ্কৃতিদের বেদম প্রহার করে। এতে বেশ কয়েকজন জখম হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানা থেকে পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পাশাপাশি সুষ্ঠভাবে যাতে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তার জন্য পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। সত্যনারায়ণ সংঘের সম্পাদক উত্তম দাস জানান, 'বাবুখানবাড় গ্রামের কিছু মুসলিম যুবক ইচ্ছাকৃতভাবে পূজা ভন্ডুল করার জন্য ঝামেলা পাকায়। কিন্তু বৃন্দাবনপুর গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়ে দুষ্কৃতিদের অভিসন্ধি রুখে দিয়েছে।' তিনদিনব্যাপী পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর রবিবার দেবমূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। দুষ্কৃতিরা আর কোন হামলা করার সাহস দেখায়নি।

১ম পাতার শেষাংশ

প্রতিবাদে, প্রতিরোধে উত্তাল চন্দ্রকোণা রোড

মসজিদ নির্মাণের চেষ্টায় আছে। কিন্তু শক্ত হিন্দু প্রতিরোধের ফলে তারা তা করতে পারেনি। তাই তারা প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চাইছে। থানার ওসিকে মেরে, পুলিশের জীপ পুড়িয়ে প্রশাসনের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। তাই এত সহজে এই অশান্তি থামবে বলে মনে হয় না বলে স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ। কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদকরতে তারা সব সময়ে প্রস্তুত বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী পুলিশ তিনজন হিন্দুকে গ্রেফতার করেছে, যদিও কোন মুসলমানের গ্রেফতারের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চন্দ্রকোণা রোডে অবৈধ মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছে সংখ্যালঘুরা। কিন্তু প্রতিবারই শক্ত প্রতিরোধে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাই তাদের এলাকার হিন্দুদের উপর রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এই রাগের পরিণতি। চন্দ্রকোণা থেকে প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁদের প্রতিরোধের লড়াইতে পিছু না হটতে নির্দেশ দেন। এই লড়াইতে তাঁদের পাশে থাকা ও সমস্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁদের দেন।

(গত সংখ্যার পর)

ইসলামী যুদ্ধনীতি

পবিত্র রায়

বোখারী শরীফের ২৬১০ ও ২৭৪৮ নং হাদিস দুটিতে বলা হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন তরবারির ছায়ার নীচেই জান্নাত। অর্থাৎ তরবারি দ্বারাই জান্নাত হাসিল করতে হয়। প্রকারান্তরে প্রমাণ হয় বিরোধী বা ভিন্ন ধর্মীদের কোতল করে, গণিমত সংগ্রহ করে স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়। অবশ্য সেই স্বর্গ সুখ পাওয়ার জন্য রসুলুল্লাহরসময় আল্লাহ্ গণিমত হালাল বা বৈধ করেছেন। আর সেই গণিমত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বোখারী শরীফের ২৪নং হাদিস মারফত জানা যায় আল্লাহ্ তা নবীজিকে কাফের এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদেশ করেছেন।

এই হাদিসগুলি মারফত নবীজি সরাসরি যুদ্ধকেই বেহেশত প্রাপ্তির রাস্তা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ পরলোকে সর্বপ্রকার সুখ পাওয়ার স্থানকে যুদ্ধে মৃত্যুর সাথে জুড়ে দিয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা ও স্বর্গ প্রাপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। খুন করা এবং খুন হওয়া-দুটোই বেহেশত প্রাপ্তির সর্বোত্তম উপায় ঠাওরানো হল। ধর্মকে যুদ্ধের সাথে জুড়ে নতুন আঙ্গিকে সৈন্য বানানো শুরু করলেন নবীজি। বেঁচে থাকলে শুধু যুদ্ধ করে পেট ভরবে না বলে লুটপাটকৃত মালকে বৈধ করলেন। ফলে ভিন্ন গোষ্ঠী এবং ধর্মের মানুষের নিকট থেকে গণিমত পাবার আশায় জীবনোৎসর্গ কারী সৈনিকের অভাব হলো না।

বনু মুস্তালিকদের সাথে যুদ্ধের দিকে একবার চোখ বোলানো দরকার। এই যুদ্ধটা হয়েছিল মোহাম্মদ তথা মুসলিম ও বনু মুস্তালিক গোত্রের সাথে ৬২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। মোহাম্মদের সাথে ১৬০০ জন যোদ্ধা ছিল। এমন সময় নবীজি বনু মুস্তালিকের উপর আক্রমণ করেছিলেন যে, তারা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তারা তখন তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছিল। বনু মুস্তালিকদের ধ্বংস করে নবীজি ঐদিন জুরাইরিয়া বিন্তে হারিসকে লাভ করলেন একথা ঠিক। কিন্তু আসল কথা হল যুদ্ধ শেষে নাবালক ও নারীদের বন্দী করলেন এবং যুদ্ধক্ষম মানুষদের হত্যা করলেন। এরপর যুবতী নারীদেরকে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন ভোগ করার জন্য (বোঃ ২৩৫৮, ২৩৫৯, ২৩৬০)।

কুরাইজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল ৬২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে। বোখারী শরীফের ৩৮১৯ নং হাদিসটি জানাচ্ছে মোহাম্মদ কুরাইজাদের অবরোধ করলে তারা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। তারা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর যে কোন ফয়সালা মানার শর্তে দুর্গের বাইরে এলো এবং আত্মসমর্পণ করল। নবীজি ফয়সালার ভার দিলেন সা'দ ইবনে মুআয এর উপর। এই সা'দ ইবনে মুআয নিজেই কুরাইজা গোত্রের মানুষ, যে কিনা কিছুদিন পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে বিচার করে রায় রায় দিল, ''সমস্ত যুদ্ধক্ষম মানুষকে হত্যা, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী, আর সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। নবী বললেন, সা'দ খোদার ইচ্ছামত বিচার করেছে।'' যুদ্ধক্ষম কুরাইজাদের দ্বারা মদিনার উপকণ্ঠে বৃহৎ গর্ত খোঁড়ানো ছিল। একে একে আটশত কুরাইজাকে যুবায়ের এবং আলি হত্যা করল এবং ঐ গর্তে মাটি চাপা দেয়া হল। এক্ষেত্রেও নবীজি শত্রুর মধ্যে যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির অস্তিত্ব রাখেন নি। অর্থাৎ নবীজি অকারণ হত্যা করে কুরাইজাদের খুন করলেন বা বলা যায় অকারণ হত্যার অনুমোদন নবীজি প্রকারান্তরে দিয়ে গেলেন। পৃথিবীর কোন জাতি কখনো আত্মসমর্পণ কারীকে অকারণ হত্যা করেছে বলে জানা যায় না।

খায়বর যুদ্ধের খবর সম্পর্কে বোখারী শরিফের ৩৮৮৩ নং হাদিসটি জানাচ্ছে নবীজি তাঁর বাহিনী সহ খায়বর উপকণ্ঠে ভোর বেলা পৌঁছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামাজ পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে বললেন, খায়বর ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন শত্রু কত্তমের নিকট উপস্থিত হই, তখন সে সব সতর্ককৃত লোকদের খুব অশুভবার্তা নিয়ে রাত অবসান হয়। ''যুদ্ধ শেষে নবীজি খায়বরবাসী ইয়াহুদীদের যুদ্ধক্ষম সকল ব্যক্তিকে হত্যা, শিশু এবং অন্যান্যদের বন্দী করলেন। নারীদেরকে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। সাফিয়া বিনতে হুয়াইও গণিমত হিসেবে নারীদের মধ্যে ছিলেন। অপরূপ সুন্দরী, সতের বছর বয়সী সাফিয়ার স্বামীর নাম ছিল কিনানা। কিনানা খায়বর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ভাগ বাটোয়ারার সময় সাফিয়া প্রথমে দেহিয়া কালবীর ভাগে পড়েছিলেন। কোন এক সাহাবী সাফিয়ার রূপ সৌন্দর্যের কথা রসুলুল্লাহকে জানালে দেহিয়া কালবীর নিকট হতে সাফিয়াকে নিজের জন্য নিলেন। এই হাদিসটি সহীহ মুসলিম শরীফের ৪৫৩১ নং, মেশকাত শরীফের ৩৭৫৫ নং হাদিসে খায়বর যুদ্ধের বর্ণনায় মোটামুটি একই রূপ লেখা আছে। মেশকাত শরীফের উল্লেখ করা হয়েছে আযানের শব্দ না শোনায় খুব ভোরেই খায়বর আক্রমণ করা হয়।

খায়বর এবং বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ সময় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় নবীজি সাধারণত শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করতেন অতি প্রত্যুষে, একেবারে চরম দুর্বলতম মুহূর্তে। মেশকাত শরীফের ৩৭৫৭ নং হাদিসে উল্লেখ করা আছে মোহাম্মদ হয় দিনের প্রথমেই নয়ত দিনের শেষে যুদ্ধ শুরু করতেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে যাওয়ার আগে সেই এলাকা ধ্বংস করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই সেখানে যেতেন। মোহাম্মদের যুদ্ধনীতিতে ধ্বংসকরণও একটি প্রক্রিয়া। ইসলাম প্রসারে গুপ্তহত্যার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। যেমন বোখারী শরীফের ২৮০৩ নং হাদিসটি বলছে ঘুমন্ত মুশারিকদের হত্যা করা বৈধ। হাদিসটির বর্ণনাকারী হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা)। হাদিসটির মাধ্যমে তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ মুশরিক নেতা আ রাফেকে হত্যার জন্য কয়েকজন আনসারীকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে একজন আবু রাফের দুর্গে ঢুকে পড়ে চাবি রাখার জায়গা দেখে রাখে। রাত্রে দুর্গের দরজা খুলে দেয়। ঘুমন্ত আবু রাফেকে তরবারির আঘাত করা গেলেও হত্যা করা যায়নি। তখন আবু রাফের নাম ধরে ডাকলে সে সাড়া দেয় এবং হত্যাকারী বারা' ইবনে আযেব সঠিকভাবে তার পেটের উপর রেখে তরবারি চেপে ধরে হত্যা করল। এই আবু রাফে ছিল মোহাম্মদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, যার প্রভাবে মোহাম্মদের ধর্ম প্রচার বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল।

ইহুদী নেতা কাব ইবন আশরাফের হত্যাকান্ড লেখা আছে সহীহ মুসলিম শরীফের ৪৫৩০ নং হাদিসটিতে। বর্ণনাকারী জাবির জানাচ্ছেন, নবীজি বললেনঃ কাব ইবন আশরাফের নিধনের জন্য কে আছ? কেননা, সে আল্লাহ তা আলা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা বললেন, হে আল্লাহর রসুল- আমি তাকে হত্যা করতে চাই। তবে আমার প্রয়োজন মত আমাকে যা কিছু বলার অনুমতি দিলেন। এরপর ইব্ন মাসলাম খেজুর ধার চাওয়ার সূত্রে কাব এর নিকট গেল। বিভিন্ন কথার মধ্যে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে কাব এর ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করল। কাব সুন্দর সুগন্ধি ব্যবহার করত। মুহাম্মদ এক সময় দুর্বল মূহুর্তে মাথায় চুলের গন্ধ শুঁকবার নাম করে কাব এর মুন্ডচ্ছেদ করে। কাব এর চুল ধরে রাখে মুহম্মদ। অন্যান্য সাথীরা তার কোতল কার্য সমাধা করে। বোখারী শরীফের ২৮১০ নং হাদিসেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাদীদের সাথে শক্তিতে না পারলে গুপ্তহত্যা করা বৈধ বলে উপরোক্ত হাদিস দুটি সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমান সমাজে মুসলিম সান্ত্রাসবাদীরা সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে হামলা চালিয়ে যথা তথা মানুষকে খুন করে তারা উপরোক্ত হাদিসগুলির সফল প্রয়োগ দেখাচ্ছে বললে খুব ভুল কিছু হয় না। বাংলাদেশেগুরগার হত্যার ঘটনাগুলিও কাব ইবনে আশরাফের হত্যারই প্রতিলিপি।

ক্রমশ...

পূজা বন্ধ ও ঘরছাড়ার হুমকি পূর্ব মেদিনীপুরে

গত ২৩শে মে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে একটি মনসা পূজার প্যান্ডেলে হামলা চালালো মুসলিমরা। অনুমানিক সকাল ১১টা নাগাদ সেখ সেরাজুল (পিতা- মৃত সেক মনসুর), সেখ বাবুলাল ও সেখ জুলফত (পিতা- সেখ গিয়াসুদ্দিন), সেখনুরা (পিতা- সেখ আজীর), সেখ বাপী (পিতা- সেখ আব্দুল), সেখ রবি ও সেখ বাচ্চু (পিতা- সেখ কিনু), সেখ রেয়াজুল (পিতা- সেখ আজির) ও সেখ গিয়সুদ্দিন (পিতা- মৃত সেখ ফতে) হঠাৎ মনসা পূজার প্যান্ডেলে প্রবেশ করে ভাঙচুর করতে শুরু করে। এমন কি তারা মা মনসার মূর্তির ডান হাত ভেঙে দেয়। ওই সময়ে স্থানীয় লালমোহন দাস প্রতিবাদ করলে তাকেও মারধোর করে মুসলিম যুবকেরা। তার দোকান ঘরটি ভেঙে দেয়। লাল মোহনের চিৎকারে তার পরিবারের লোকজন, কাকু-কাকীমা অসিত দাস ও সরস্বতী দাস, তাদের ছেলে শ্যামল ও হরিপদ দাস, ভাইপো রাজেন দাস ও দীপক দাস ছুটে আসে। দুষ্কৃতিরা তাদেরকেও মারধোর করে বলে অভিযোগ। তাদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে রাজেন দাস ও পাঁচু দাস গুরুতর আহত হয়। তাদের রেয়া পাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। লাল মোহন দাসের স্ত্রী পারুল দাসও দুষ্কৃতিদের ছোঁড়া ইঁটে আহত পায়। দুষ্কৃতিরা তান্ডব চালানোর সময় বলতে থাকে হিন্দুদের কোন পূজা-পার্বন তারা করতে দেবে না। এলাকা থেকে হিন্দুদের ঘরছাড়া করার এবং প্রাণে মারার হুমকিও তারা দেয়। দুষ্কৃতিদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় তেমনভাবে প্রতিরোধ তারা করতে পারেনি বলে লালমোহনবাবু এই প্রতিবেদনের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

কলকাতার খিদিরপুরে বোমা তৈরির কারখানার হদিশ

খিদিরপুরে বাড়ি থেকে উদ্ধার বেশ কয়েকটি বোমা। উদ্ধার হয়েছে বোমা তৈরির মশলা ও রিমোট কন্ট্রোল। মোবাইল সার্কিটও উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় সমীর হোসেন (সানু) নামে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ। কোনও নাশকতার ছক ছিল কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে সোনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে এবং বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আজ সকালে ডিসি বন্দরের নেতৃত্বে খিদিরপুরের ১০ মনসাতলা, ঠিকানায় হানা দেয় পুলিসের বিশাল বাহিনী। সেখানে গিয়ে কয়েকটি তাজা বোমা, ৩০০ গ্রাম গান পাউডার, রিমোট কন্ট্রোল এমনকি মোবাইল সার্কিট উদ্ধার করে তারা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, এক সপ্তাহ আগে ওই বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নেয় তরুণ নামে এক যুবক। ওই যুবক কোথা থেকে এসেছে এখনও সে বিষয়ে কিছু জানতে পারেনি পুলিশ। বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত তিন বছর ধরে এই বাড়িতে সোনুর যাতায়াত ছিল। সোনুর গতিবিধি সন্দেহজনক লাগায় তার উপর নজরদারি বাড়ানো হয়। এরপরই তারা নিশ্চিত হয় এই বাড়িতে বেআইনি কোনও ঘটনা ঘটছে। তার প্রমাণ মেলে এদিনে সকালে। এদিনই সোনুকে অন্য এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বোঝার চেষ্টা করছে এখান থেকে বিস্ফোরক তারা অন্য কোথাও পাচার করত নাকি তাদের কোনও বড়সড় নাশকতার ছক ছিল। তবে খোদ শহর কলকাতার বুকে বোমা তৈরির কারখানার হদিশ মেলায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পুলিশের কপালে।

ইতিমধ্যেই খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ থানায় গিয়েছে এনআইএ-র চার আধিকারিকের একটি দল। জানা গিয়েছে, তাঁরা কথা বলতে পারে তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে। এমনকি ধৃত দুষ্কৃতি সোনুকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারে এনআইএ-র আধিকারীকরা। নাশকতার সম্ভাবনা উড়িয়ে ডিসি (বন্দর) সুদীপ সরকার জানিয়েছেন, ডাকাতির জন্য বোমা তৈরি হচ্ছিল। এই মন্তব্যের মাধ্যমে ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর কারণে ইতিমধ্যেই তরজা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে খাগরাগড় বিস্ফোরণের সময়ও পুলিশ প্রথমে বাজি কারখানার তত্ত্ব খাড়া করেছিল।

ছাত্রীকে ধর্ষণ ঃ দোষী সাব্যস্ত বাংলাদেশি ছাত্র

বিশ্বভারতীতে পড়তে আসা এক বাংলাদেশি নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত এক বাংলাদেশি ছাত্রকে গ্রেফতার করলো জেলা পুলিশ। ১লা জুন বিচারক মহানন্দ দাস অভিযুক্ত ছাত্র সফিকুল ইসলামকে দোষী সাব্যস্ত করে। সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, মাধ্যমিক পাশ করে বাংলাদেশের এক নাবালিকা ছাত্রী বিশ্বভারতীতে পড়তে আসে। আগে থেকেই বিশ্বভারতীতে পড়াশুনা করত বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের দাদপুর গ্রামের সফিকুল। একই দেশের হওয়ায় অল্পদিনেই ছাত্রীটির আলাপ হয় সফিকুলের। পড়াশুনার ক্ষেত্রে মেয়েটিকে সাহায্যের আশ্বাস দেয় সফিকুল।

ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে সফিকুল বিশ্বভারতীর লাগোয়া গুরুপল্লির নিজের ভাড়ার ঘরে ছাত্রীটিকে পড়াবার নাম করে ডেকে পাঠিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনার ছবি নিজের মোবাইলে তুলে রেখে ছাত্রীটিকে ব্ল্যাকমেলও করে বলে অভিযোগ। মেয়েটি আদালতে জানায়, ওই বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত মোবাইলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে গুরুপল্লির ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করে। এরপরও সেই আপাত্তিকর ছবি সফিকুল বাংলাদেশে তার সহপাঠীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় বাধ্য হয়ে মেয়েটি বিস্তারিতভাবে সবকিছু মাকে জানায়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বোলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই ৬ই ডিসেম্বর সফিকুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সিউড়ি আদালতে গত দেড় বছরে ১৯ জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সফিকুলকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত।

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বৌদ্ধ ভিক্ষুকে গলা কেটে হত্যা করলো দুর্বৃত্তরা

হিন্দু, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওনা কেন, তোমাদের শেষ পরিণতি মৃত্যু- সম্প্রতি বাংলাদেশের ইসলামিক জেহাদিরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এই ফতোয়া জারি করেছে। তার পরিণামে একের পর এক হত্যা। হিন্দু পুরোহিত এবং খ্রীষ্টান যাজকের পর এক বৌদ্ধ ভিক্ষুককে গলা কেটে হত্যা করলো জেহাদী দুর্বৃত্তরা। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে গত ১৩-ই মে শুক্রবার রাতে বৌদ্ধ মন্দিরে ঢুকে এমনই নৃশংস কান্ড ঘটালো তারা। তবে প্রাথমিকভাবে কোন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এই হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করেনি।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে মংশু ইউ নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন একটি উপাসনালয়ে ধ্যান করছিলেন। আচমকাই দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে তাঁর গলা কেটে হত্যা করে। বান্দরবনের পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা লাশ উদ্ধারের পর প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছি। কোন সূত্র আছে কিনা সেগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। কী কারণে তাঁকে হত্যা কর হল সে ব্যাপারেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তবে কোন দুষ্কৃতিকেই পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি বলে সর্বশেষ খবর।

ফাঁসি হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের হত্যাকারী নিজামির

সুপ্রিম কোর্ট তাঁর মৃত্যুদন্ডের আর্জি নাকচ করে দিয়েছে। তাই বাংলাদেশ জুড়ে এখন জোর প্রস্তুতি। যে কোন সময় ফাঁসি দেওয়া হতে পারে যুদ্ধাপরাধে দোষী সাব্যস্ত জামাত-ই-ইসলামির প্রধান মতিউর রহমান নিমাজিকে। আপাততঃ কাশিমপুর সেন্ট্রাল জেলে তাকে রাখা হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক্ সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে খুন, বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, লুঠ ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ৭৩ বছরের এই জামাত নেতা। প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী এই জামাত নেতা একসময়ে খালেদা জিয়ার মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর ২০১৩ সাল থেকে তাঁকে জেলে রাখা হয়েছে। যুদ্ধোপরাধের বিচারের জন্য তৈরি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ২০১৪ সালে নিজামিকে ফাঁসির সাজা শোনায়। সুপ্রিম কোর্ট গত জানুয়ারীতে সেই সাজা বহাল রাখে। সেই রায়ের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ৫-ই মে বৃহস্পতিবার সেই আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষ আদালত।

সর্বশেষ, খবর অনুযায়ী গত ১১-ই মে নিজামির ফাঁসি কার্যকর করলো বাংলাদেশ প্রশাসন। '৭১-এর গণহত্যাকারীর ফাঁসিতে সর্বত্র খুশীর হাওয়া বয়ে গেল।

চাচির পর এবার ভাবীকে ধর্ষণ করল মাদ্রাসা শিক্ষক

বাংলাদেশের পীরগঞ্জে নিজের বৌদিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষক রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে। এক বছর আগে তিনি তার কাকিমাকে ধর্ষণ করেছিলেন। পরে সে ঘটনায় কাকিমাকে তালাক দিয়েছিলেন রুহুল আমিনের কাকা। গত ২৯-শে এপ্রিল, শুক্রবার উপজেলার বিছনা গ্রামে এই বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর বৌদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর পীরগঞ্জ থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ধর্ষিতা।

মামলার এফআইআর-এ বলা হয়েছে, গত ২৯-শে এপ্রিল রাতে মাদ্রাসা শিক্ষক রুহুল আমিন নববধূর (পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে) ঘরে ঢুকে খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। ওই সময় নববধূর স্বামী বাড়ি ছিলেন না। পরে স্বামী এলে রাতে তিনি ঘটনাটি জানান। ঘটনায় রাতেই পারিবারিক বৈঠক হয়। বৈঠকে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে নববধূ ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। এ সময় রুহুল আমিন চুপ ছিলেন। এরপরে ভোররাতে নববধূকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন তার স্বামী। পরে ওই নববধূ কাশিপাড়ায় তার বাবার বাড়িতে চলে যান এবং ৩০-শে এপ্রিল শনিবার থানায় এফআইআর দায়ের করেন। এরপর থেকেই ধর্ষক রুহুল পলাতক। ধর্ষিতার স্বামী জানান, ধর্ষকের পরিবার এলাকায় খুবই প্রভাবশালী। ওদের বিরুদ্ধে কথা বললে মারপিটের শিকার হতে হবে। ধর্ষিতার পরিবার খুবই আতঙ্কে রয়েছে

বাংলাদেশের মাটি ব্যবহারের পরিকল্পনা আইএস-এর

বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতসহ পূর্ব দিকের দেশগুলোতে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়েছে আইএস। বাংলাদেশে একটি শাখা সংগঠন খোলার পরিকল্পনা করেছে আইএস। মার্কিন থিংক ট্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি ওফ ওয়ার এমনই তথ্য দিয়েছে।

বাংলাদেশে একের পর এক মুক্তমনা হত্যার পিছনে আইএসের হাত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন থিংক ট্যাঙ্ক জানিয়েছে, রমজানের সময় বিশ্বজুড়ে তৎপরতা বাড়াবে আইএস। এ কারণে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য শাখা তৈরি এবং ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে বিশৃঙ্খলা বাড়ানোর কাজ করে যাচ্ছে আইএস। আর রমজানের সময় তা আরও বাড়াবার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। এ বছর ৬ই জুন থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত রমজান পড়েছে।

আইএস দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছে বাংলাদেশে তারা তাদের এক নেতাকে নিয়োগ করেছে। তিনি আবুবকর আল বাগদাদির আনুগত্য মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আগাগোড়া সে দেশে আইএসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আসছে। গত ২৩শে এপ্রিল ইংরাজির অধ্যাপক রেজাউন করিম সিদ্দিকির হত্যার দায় নিয়েছিল আইএস। তার আগেও ফেব্রুয়ারীতে একটি হিন্দু মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হত্যা দায় তারা নিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন এই দাবিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। গত বছরের আগস্ট সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে বাংলাদেশে ৮টি ঘটনায় আইএস তাদের নিজের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। যদি সত্যিই আইএস বাংলাদেশে শাখা সংগঠন খোলে তাহলে তা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হবে। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ সরকারকে এখনই নড়েচড়ে বসতে হবে।

সম্প্রতি ভারত সরকারও বাংলাদেশ সরকারে এব্যাপারে অবহিত করেছে। এ ব্যাপারে সে দেশের সরকারকে সমস্তরকম সাহায্য করতেও ভারত সরকার রাজি। এখন দেখার জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ইসলামী খেলাফত মুজাহিদিন
বাংলাদেশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করল

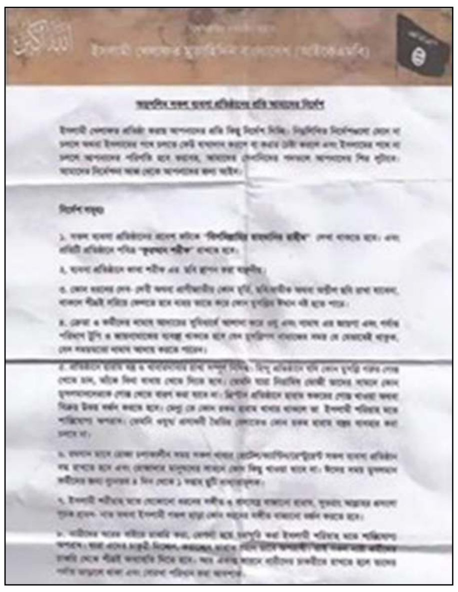

বাংলাদেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর সে দেশের জঙ্গি সংগঠনগুলো। এই মর্মে তারা বিধর্মী তথা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক ফতোয়া জারি করেছে। তাতে বলা হয় যে ইসলামের নির্দেশগুলো মানবে না বা ইসলামের পথে চলতে বাধা দান করবে তাদের পরিমতি হবে ভয়াবহ। আমরা তাদের শত্রু বলে চরম শাস্তি দেব। তাদের শির পথের ধুলায় লুটাবে ইত্যাদি।

কি লেখা হয়েছে সেই নির্দেশ ফতোয়ায়? নির্দেশগুলো ছিল এই রকম-১) সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ফটকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম' লিখতে হবে। প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে পবিত্র কুরআন শরীফ রাখতে হবে। ২) ব্যবসা প্রতিষ্ঠা নেকাবা শরীফ-এর ছবি স্থাপন করতে হবে। ৩) কোন ধরণের দেব-দেবীর ও প্রাণীর ছবি বা মূর্তি রাখা যাবে না। থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। ৪) প্রতিষ্ঠানে নামাজ আদায় ও তার ব্যবস্থা করতে হবে। ৫) প্রতিষ্ঠানে হারাম বস্তু ও খাবারদাবার রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ৬) রমজান মাসে রোজা চলাকালীন সমস্ত হোটেল/রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখতে হবে। ৭) ইসলামী শরীয়াহ মতে যে কোন ধরণের সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম। এবং ৮) নারীদের ঘরের বাইরে চাকরি করা, বেপর্দা হয়ে ঘোরাঘুরি করা ইসলামী শরিয়াহ্ মতে শাস্তি যোগ্য অপরাধ। শুধু ইসলামী মতাবলম্বীদের নয়, বিধর্মীদেরও এই নির্দেশ মানতে হবে। বিপরীতক্রমে তাদেরকেও রেয়াত করা হবে না বলে তারা জানায়। ফলতঃ বাংলাদেশের সমস্ত হিন্দু আতঙ্কের মধ্যে আছে। এই ফতোয়া অমান্য করলে তার ফল যে কি হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাংলাদেশে জঙ্গীরা প্রতি মুহূর্তে দেখিয়েছে। তাই বলা যেতে পারে ধর্মাচরণ করে বেঁচে থাকা বাংলাদেশে হিন্দুদের কাছে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

নারায়ণগঞ্জে মন্দিরের জমি দখল করল স্বয়ং মেয়র

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে প্রথম মহিলা মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়া আইভি কদর্য রূপটা মেয়র হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বেড়িয়ে এল। অনেকেই ভেবেছিলেন একজন মহিলা মেয়র হওয়ায় সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এমনকি সংখ্যালঘু হিন্দুরাও নির্বাচনে তাঁকে ভোট দিয়ে জয়ী হতে সাহায্য করে।

মেয়র হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নারায়ণগঞ্জে ইসলামিক অত্যাচার আগের চেয়েও বেড়ে গেছে। স্বয়ং মেয়র ডাঃ সেলিমা নিজেও এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে দেওভোগ লক্ষীনারায়ণ মন্দিরের প্রায় চারশত বিঘা জমি দখল করে নিয়েছেন তিনি এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনরা। মন্দির স্ট্রাস্টের এক ব্যক্তি জানান, সেলিমা মহিলারূপী কালনাগিনী। তার বিষাক্ত ছোবলে এখানকার হিন্দুরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাস্তবিক নারায়ণগঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ। সেলিনা হায়া আইভির দুই সাগরেদ শামীম ওসমান ও সেলিম ওসমান এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন তাদের কিছু বলেনা। একদিন হয়তো নারায়ণগঞ্জ নামটাই বদল হয়ে ইসলামের বান্দার নামে রাখা হবে।

ছাত্রীকে কুপিয়ে খুন বাংলাদেশে

বাংলাদেশে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে কুপিয়ে খুন করলো কিছু বখাটে ছেলে। তার তিন বন্ধুকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তারা। গুরুতর জখম তিনজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের মহিপুরে।

নিহত কণিকা (১৫) সদর উপজেলার মহিপুর এলাকার লক্ষণ ঘোষের মেয়ে এবং মহিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সূত্রের খবর, গত ২০ই মে শুক্রবার সকাল দশটার সময় মহিপুর বাজার থেকে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিল চার ছাত্রী। পথে দুর্বৃত্তরা তাদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। অস্ত্রের আঘাতে গুরুত র জখম কণিকা ঘোষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। অপর তিন ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের একজনের নাম বেহুলা। পুলিশ মালেক নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে অন্যদেরও ধরার চেষ্টা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

৫ মাস ধরে নিখোঁজ নূপুর চন্দ্র শীল

বাংলাদেশের লক্ষীপুরের আলেকজান্ডার থেকে অপহরণের পাঁচ মাস পরেও খোঁজ মেলেনি নূপুর চন্দ্র শীলের। একমাত্র কন্যার সন্ধানে দিশেহারা অসহায় ও দরিদ্র পিতা মনোরঞ্জন শীল।

শ্যামল চন্দ্র শীল, পিতা-মনোরঞ্জন শীল। জেলা-নোয়াখালী। ৮-১০ বছর আগে নদী ভাঙ্গনের ফলে লক্ষীপুর জেলার,রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার ইউনিয়ন থেকে বসবাসের জন্য মাইজচরা, আন্ডারচর ইউনিয়নে চলে আসেন। বিগত ১৭-ই ডিসেম্বর, ২০১৫ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ঃ৩০ মিনিটে শ্যামল চন্দ্র শীলের একমাত্র কন্যা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী নূপুর চন্দ্র শীল (১২) কে জোরপূর্বক বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায় একই গ্রামের প্রি ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষক সিদ্দিকুল্যা, পিতা-মৃত ঈসমাইল। ১৮-ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ঘটনার সাথে জড়িত ন'জনকে আসামী করে সুধারাম থানায় একটি নারী ও শিশু অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়। স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে ১২-১৩ বছরের নূপুরকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

ফলে হতভাগ্য বাবা মা জানেন না তাদের মেয়ে জীবিত না মৃত, কোথায় কি অবস্থায় আছে! উপরন্তু স্থানীয় মেম্বাররা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য জোর করছে। এমনকি প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে জোর করে মামলা প্রত্যাহারের একটি দরখাস্তে সই করিয়ে নিয়েছে।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ঃ গ্রেফতার ৪ দুষ্কৃতি

ছাত্রীর শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল বাগনানের দেউলটি-র কাছে বাঁশবেড়িয়া গ্রাম। উত্তেজিত মানুষের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

গত ১১ই মে বুধবার, সন্ধ্যায় বাঁশবেড়িয়া গ্রামের দুইজন হিন্দু মেয়ে প্রাইভেট টিউশনি পড়ে বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ নিয়ে পাশের রাণা গ্রামের শেখ মোশাফিল, সইফুল আলি, শেখ নজপুল, শেখ ইসমাইল নামক চারজন যুবক তাদের চরমভাবে শ্লীলতাহানি করে। ছাত্রীরা তাদের বাধা দিতে গেলে অভিযুক্তরা তাদের ব্যাপক মারধোর করে বলে অভিযোগ। বড় বিপদের সম্ভাবনায় উপায়ান্তর না দেখে দুই ছাত্রী চিৎকার করতে থাকে। তাদের চিৎকারে গ্রামের লোকেরা ছুটে আসে। পথ চলতি সাধারণ মানুষ ও গ্রামবাসীরা মিলে মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করে। বাঁশবেড়িয়া গ্রামের হিন্দুরা ধাওয়া করে ওই মুসলিম দুর্বৃত্তদের দুইজনকে ধরে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে নিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছু পরে রাণা গ্রাম থেকে প্রায় ২০০ মুসলিম পুরুষ ও মহিলা এসে হিন্দুদের মারধোর করে ওই দুর্বৃত্তদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত প্রায় ২৫০জন বাঁশবেড়িয়া গ্রামবাসী বাগনান থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায় এবং চারজন দুর্বৃত্তের নামে অভিযোগ পত্র জমা দেয়। সাধারণ মানুষের প্রবল চাপে গভীর রাতেই বাগনান থানা থেকে ২ গাড়ি পুলিশ রাণা গ্রামে রেড করে এবং চারজন দুষ্কৃতিকেই গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

বৃহস্পতিবার গ্রেফতার হওয়া চারজনকে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ৫১১, ৫০৬, ৩৭৩, ৩৭৬ ধারা দিয়ে মামলা রজ্জু করা হয়। বিচারক চারজনকেই ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

আমপাড়াকে কেন্দ্র করে তান্ডব চালাল দুষ্কৃতিরা

উত্তর দিনাজপুর জেলার বাঙ্গার গ্রামে আমপাড়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গন্ডোগোলের সৃষ্টি হল। গত২২-শে মে বাঙ্গার গ্রামের বাসিন্দা বিপদ মাঝির বাড়ীর পিছনের আমগাছ থেকে কিছু মুসলিম আম পাড়ছিল। তাদের নাম জালাল সেখ (৫০), আতাবুল সেখ (৩০) এবং জনতা বিবি (২৬)। এছাড়াও আরও পাঁচ-ছয়জন যুবক তাদের সঙ্গে ছিল। এরা সবাই ইটাহার থানার স্থায়ী বাসিন্দা।

বিপদ মাঝির ভাইপো তাদের গাছ থেকে আম পাড়াতে আপত্তি করলে ছেলেগুলো তখনকার মতো চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা দলবল নিয়ে আসে এবং বিপদ মাঝি না থাকায় তারা বাড়ী ঘেরাও করে ঘরের দরজা জানালা ভাঙচুর করে। মহিলারা বাঁধা দিতে গেলে তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এমনকি তাদের শ্লীলতাহানি করে বলে বিপদ মাঝির পরিবারের অভিযোগ। মুসলিম ছেলেদের হাতে লাঠি, লোহার রড, হাঁসুয়া নানারকম অস্ত্র থাকায় তারা প্রতিরোধ করতে পারেনি।

খবর পেয়ে বিপদ মাঝি বাড়িতে এলে দুষ্কৃতির দল তার উপর চড়াও হয়। তাকে মারধোর করে এবং পুকুরের জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করে। এই সময় চিৎকার চেঁচামেচিতে গ্রামের লোকজন এসে পড়ায় দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়।

গ্রামের একপ্রান্তে বিপদ মাঝির বাড়ি হওয়ায় তারা এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পুলিশের কাছে দুষ্কৃতিদের নামে স্থানীয় ইটাহার থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত কোন দুষ্কৃতিকেই পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। এই নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও অরুণাচলকে বিতর্কিত অঞ্চল দেখালেই সাত বছরের জেল, এক কোটি টাকা জরিমানা

অনলাইন বা কোন নথিপত্রে ভারতের ভুল মানচিত্র প্রকাশ করা হলে সাত বছরের জেল হবে ওই ব্যক্তির। পাশাপাশি এক কোটি টাকা জরিমানাও করা হবে তাকে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত এক নতুন আইনে এমন কথাই বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ব্যক্তিগত প্রোফাইলে ভারতের ভুল মানচিত্র দেখানো হয়েছে। সেইসব সাইটে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) বা অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের অংশ হিসাবে না দেখিয়ে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ভারতের সার্বভৌমত্বকে বিকৃত করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সূত্রে জানান হয়েছে। কেন্দ্র খুব তাড়াতাড়ি জিওস্প্যাটিরাল ইনফরমেশন রেগুলেশন বিল আনতে চাইছে। এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ভারতের যে কোন অংশের তথ্য বা ভৌগলিক মানচিত্র মহাকাশ থেকে ধারণ করা চিত্রের মাধ্যমে, অনলাইনে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করার আগে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। নতুন আইন অনুসারে দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ধারণ করা ওইসব চিত্র প্রকাশ করার আগে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখবে ভারত সরকার। এরপরই তা প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা এই আদেশ না মানলে তার সাত বছর জেল সহ এক কোটি টাকা জরিমানা হতে পারে।

বিজয় উৎসবের নামে মন্দির থান অপবিত্র করল সোলেমানরা

তৃণমূলকর্মী সমর্থক বলে তারা পরিচিত। রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে ইসলামিক বিদ্বেষের রূপটাই তারা দেখালো। তৃণমূলের বিধানসভায় বিরাট জয়ে বিজয় উৎসবে মেতে ছিল ওরা। এক সময় হিন্দু পাড়ায় ঢুকে মন্দিরের বেদির উপর উঠে আবীর খেলতে ও নাচানাচি করতে দেখা যায় তাদের। বাধা দিতে গেলে মারধোর করা হয়। এমনকি মহিলারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। দুষ্কৃতিদের বাধা দিতে গিয়ে তৃণমূলেই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা পিয়ালি দাসকে বেধড়ক মার খেতে হয়। রেহাই পায়নি তৃণমূলের অন্যান্য মহিলা সদস্যরাও। পাশাপাশি একটি স্থানীয় ক্লাব ও বিরোধী দলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় তারা। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫শে মে উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুর থানার ছোট জাগুলিয়া এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই এলাকার মানুষরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৫শে মে) দুপুরে ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা সোলেমান ১৫০ তৃণমূলকর্মী নিয়ে বহেয়া মোড় থেকে বিজয় মিছিল করে। মিছিলটি ছোট জাগুলিয়া স্কুল মোড়ে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শতাধিক সমর্থক নিয়ে হঠাৎ-ই সোলেমান দাসপাড়ায় ঢুকে পড়ে স্থানীয় একটি ক্লাবে ভাঙচুর চালায়। পরে দাসপাড়া শীতলা মন্দিরের বেদিতে উঠে তারা আবীর খেলে। বাধা দিতে গেলে মহিলাদের মারধোর করা হয়। খবর পেয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন মহিলা সদস্যা পিয়ালী দাস বেশকিছু তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। ইতিমধ্যে কালী মন্দিরে ঢুকে তা অপবিত্র করে সোলেমানের লোকেরা। মন্দিরে কেন হামলা হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলে বাধা দিতে গেলে পিয়ালী দাস সহ তৃণমূলের অন্যান্য মহিলা কর্মীরা মার খান বলে অভিযোগ। গ্রামের মহিলা ও পুরুষ একজোট হয়ে বাধা দিতে এলে তাদের মাটিতে ফেলে পেটানো হয়। সমীর দাস, শাওন দাস সহ বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। তার দলের সদস্যদের এই নারকীয় তান্ডব দেখে পিয়ালী দাস হতবম্ভ হলেও বিশিষ্টজনেরা এর পিছনে ইসলামের জেহাদি মনোভাবকেই দেখছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, বিধর্মীর উপর আক্রমণ তো ইসলামে বৈধ। সেই কাজই করেছে সোলেমান ও তার দলবল। রাজনীতিটা বাইরের আবরণ মাত্র।

সাঁকরাইলে সাম্প্রদায়িক গন্ডগোল রুখে দিল প্রশাসন

রামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রার পর সাঁকরাইল অঞ্চলে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা ছিল। গত ৯ই মে সামান্য একটা ঘটনা থেকে তা চরম আকার নেয়। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তা বড় আকার নেয়নি।

ঘটনার দিন, রাজগঞ্জ রথতলার স্নান ঘাটে হিন্দু মহিলারা স্নান করছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি মুসলিম যুবক হাসাহাসি করছিল এবং মোবাইল ঘাটাঘাঁটি করছিল। স্নানরত মহিলাদের ছবি মোবাইল ক্যামেরাবন্দি করাটাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা তাদেরকে চলে যেতে বললে তারা বচসা শুরু করে। এতে ক্ষিপ্ত যুবকেরা তাদের ধাক্কা দেয় ও চড়চাপড় মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিকালে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে তারা তখনকার মতো সেখান থেকে চলে যায়। উল্লেখ্য, রথতলায় বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত হিন্দি ভাষী লোকের বাস বেশি এবং অধিকাংশই হিন্দু সংহতির কর্মী।

বিকেলে মুসলমান পাড়া থেকে বেশ কিছু যুবক বাইকে করে রথতলা গঙ্গার ঘাটে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। হিন্দুরাও মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসে। এলাকার সংহতি কর্মী সত্যেন্দ্র কুমার যাদব আন্দুল অঞ্চলের সংহতি কর্মী বিশ্বজিৎকে বিষয়টি জানালে বিশ্বজিৎ সেখানকার সংহতি কর্মী বিদ্যুত মালিক, অভিজিত পাল, শুভদীপ সাধুখা, সুভাষ মালিক, জয়দেব বেরা, রবিশঙ্কর গাঙ্গুলী ও অভীক আদককে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সংঘর্ষ কোন বড় আকার নিতে পারেনি। উভয় পক্ষ থেকেই থানায় অভিযোগ জানান হয়েছে। দুপক্ষকে সাবধান করলেও কোন গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেনি।

ন্যাটো সদস্য-র সমান মর্যাদা পাচ্ছে ভারত

আমেরিকার বিদেশনীতি কি পাল্টাচ্ছে? পাকিস্তানের কপাল পুড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন মার্কিন সফর ঘিরে মার্কিন প্রসাশনের বেনজির অভ্যর্থনার প্রস্তুতি সেই জল্পনাই তৈরি করছে। শুক্রবারই পাকিস্তানকে প্রায় ৩০ হাজার কোটি আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ। একইদিনে মোদির মার্কিন সফরের খবরও চূড়ান্ত করা হয়। জানা গিয়েছে, আগামী ৮-ই জুন ক্যাপিটল হিলে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ সভায় ভাষণ দেবেন মোদি। চলতি বছর কোনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতার তরফে প্রথম ভাষণ। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা, সেনেটের হাউস অফ ফরেন রিলেশন কমিটি ও দু'টি ইন্দো-মার্কিন ককাসের যৌথ উদ্যোগ মোদিকে সম্মানজ্ঞাপনের কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে, মার্কিন সংসদে একটি প্রতিরক্ষা বিলে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। যার ফলে ন্যাটো-সঙ্গীর মর্যাদা পেতে চলেছে ভারত। মুলত চিনের সামরিক আধিপত্য খর্ব করতেই ভারতকে সাহায্য করার পরিকল্পনা নিয়েছে ওয়াশিংটন।

নাবালিকাকে গণধর্ষণ ঃ গ্রেফতার তিন

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত মানকুর এলাকার বোসপাড়ায় ভয় দেখিয়ে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে ৬ দিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৪ নাবালকের বিরুদ্ধে। পুলিশ তিন নাবালককে গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত পলাতক।

গত ১৭ই মে মঙ্গলবার বিকালে মেয়েটি বাড়ির পাশে পুকুরে গা ধুতে গেলে সেখ খালিদ নামে এক নাবালক তার মুখে চাপা দিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। এরপর ভয় দেখিয়ে সেখ খালিদ ও তার তিন বন্ধু সেখ বাদশা, সেখ পিন্টু ও সেখ আরিফুল লাগাতার ৫ দিন ধরে ধর্ষণ করে নাবালিকাটি।

ক্রমাগত শারীরিক অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাগনান হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মেয়েটি সমস্ত কথা তার পরিবারকে জানালে ২৪ তারিখ ৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বাগনান থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। ধৃতদের জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ৩৭৬ এফ১ ও এফ২ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

২৫ ব্যক্তিকে অ্যাসিডে চুবিয়ে হত্যা করল আইএস জঙ্গিরা

শত্রুকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় আইএস (ইসলামিক স্টেস্ট)-এর জুড়ি মেলা ভার। ছোট ছুরি দিয়ে মানুষের গলা কেটে হত্যা করা তো জলভাত। ইয়াজিদি শিশুদের একটি খাঁচার মধ্যে পুড়ে আগুনে পুড়িয়ে মারার মতো নৃশংসতাও এর আগে তারা দেখিয়েছে। কিন্তু এবার তারা নতুন হত্যাপদ্ধতি দেখালো। চর সন্দেহে আটক ২৫ জন ইরাকিকে জীবন্ত নাইট্রিক অ্যাসিডে পুড়িয়ে মারল আইএস জঙ্গিরা। ঘটনাটি ঘটেছে ইরাকের মসুল শহরে।

উত্তর ইরাকের মসুল শহর আইএস জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি। কয়েকদিন আগে চর সন্দেহে ২৫ জন ইরাকিকে ধরে। শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত পা বেঁধে একটি লোহার খাঁচার মধ্যে তাদের রাখা হয়। তারপর আস্তে আস্তে গোটা লোহার খাঁচাটি তুলে আনা হয়। যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকা মানুষের আর্ত চিৎকারে উল্লাসে ফেটে পড়ে জঙ্গিরা। তারপর আবার খাঁচাটি অ্যাসিডে ভর্তি গামলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ওই হতভাগ্য ইরাকিদের তত্ক্ষণ চুবিয়ে পড়ছে। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তে সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686